CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-349 ■ 18 September, 2026 ■ আগরতলা ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ৩১ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জন্মদিনে দেশ-বিদেশের শুভেচ্ছায় ভাসলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৭৬তম জন্মদিনে দেশ-বিদেশের শুভেচ্ছা পেয়েছেন। দেশে স্বদলীয় নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে বিরোধী দলের অনেকেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা ধরনের কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৬তম জন্মদিনে বৃহস্পতিবার তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন বিরোধী দলের একাধিক নেতা। সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়ে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য, সুখ ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এক্স-এ লেখেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারিও নরেন্দ্র মোদিকে ৭৬তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান।

সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সুস্থ, সক্রিয় ও অর্থবহ জীবনের জন্য শুভকামনা জানান। বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতীও প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সুস্থ জীবন কামনা করেন। এনসিপি (এসপি)-র প্রধান শরদ পাওয়ার প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। শিবসেনা (ইউবিটি) নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদীও নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করেন।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়ও প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, শক্তিশালী ভারত গঠনের লক্ষ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছেন। ডিএমকে প্রধান তথা তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনও প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। তিনি নরেন্দ্র মোদির সুস্বাস্থ্য, সুখ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ৭৬ বছরে পা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০১৪ সাল থেকে তাঁর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। তিনি দেশের সবচেয়ে বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী অ-কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করা নরেন্দ্র মোদি পরপর তিনটি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের ক্ষেত্রে দলের প্রধান মুখ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর জনজীবন ও জনসেবার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিজেপি এক মাসব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি 'সেবা সংকল্প অভিযান' শুরু করেছে। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন হলেও আগামী ৭

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাতাবাড়িতে 'আশীর্বাদ কা দিয়া' জ্বালালেন মুখ্যমন্ত্রী, মোদির সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে চলমান 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উদয়পুরের ঐতিহাসিক মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পুজো দিয়ে 'আশীর্বাদ কা দিয়া' কর্মসূচিতে অংশ নিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন এবং তাঁর ২৫ বছরের জনসেবার সময়কাল, যার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ও রয়েছে, উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে 'সেবা সংকল্প অভিযান' চলছে। সেই কর্মসূচিরই অংশ হিসেবে মাতাবাড়িতে 'আশীর্বাদ কা দিয়া' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য তিনি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী মোদি গরীব মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গরীব মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর গরীব মানুষের কল্যাণে নানাবিধ প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এর সুফল এখন দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষ ভোগ করছেন। আজ সন্ধ্যায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে সেবা সংকল্প অভিযান উপলক্ষ্যে আশীর্বাদ কা দিয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে এক অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়নে তাঁর নেতৃত্বে ভারতের ভূমিকা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সবার প্রশংসা কুড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত অর্থনীতির ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

"জোড়াফুল' ব্যবহারে রাশ কমিশনের, মমতা ও ঋতব্রত দুই শিবিরকেই নয় প্রতীক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের সংঘাত এবার সরাসরি এসে পড়ল ব্যালটের পরিচয়ে। দলের নাম ও সংরক্ষিত 'জোড়াফুল' প্রতীক নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরূপ রায়-ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের মুখোমুখি দাবির জেরে বৃহস্পতিবার বড় অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। আপাতত কোনও গোষ্ঠীকেই এককভাবে 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম বা 'জোড়াফুল' প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হল না।

ফলে আসন্ন উপনির্বাচনে দুই শিবিরকেই পৃথক নাম ও পৃথক প্রতীক নিয়ে মাঠে নামতে হবে। চূড়ান্তভাবে দলের নাম ও প্রতীকের অধিকার কোন পক্ষ পাবে, সেই সিদ্ধান্ত অবশ্য এখনও ঝুলে রইল।

বিতর্কের সূত্রপাত দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও নেতৃত্ব নিয়ে। ২০ জুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক ডেকে নতুন পদাধিকারীদের তালিকা নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়। সেই সিদ্ধান্তের বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির।

বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বক্তব্য, দলের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে পরবর্তী সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত এবং নিয়োগের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যোগ্য প্রার্থীরা প্রাপ্য সুযোগ পাবেন, কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে হবে দ্বিতীয় দফার নিয়োগ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। নিয়োগ এবং শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা (টেট) নিয়ে দাবিদাওয়া জানিয়ে আন্দোলনে না যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা। রাজ্য সরকার বিষয়গুলির উপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছে এবং যোগ্য প্রার্থীরা তাঁদের প্রাপ্য সুযোগ পাবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি।

আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে সেবা সংকল্প অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আন্দোলনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় দফার নিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি জানান, কেন্দ্রের কাছ থেকে যে নির্দেশ আসবে, সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করবে।

টেট প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি ইতিমধ্যেই টেট নিয়ে আমার দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি। তাদের এ ধরনের আন্দোলন থেকে দূরে থাকা উচিত, এর কোনও প্রয়োজন নেই। আমার দপ্তর এবং আমাদের সরকার শুরু থেকেই বিষয়টির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে তিন দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা, মাসের শেষে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। আগামী তিন দিন ত্রিপুরাজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত আবহাওয়া বুলেটিনে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের আগরতলা কেন্দ্র জানিয়েছে, ২০ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত রাজ্যের একাধিক স্থানে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট দিনগুলিতে হলুদ সতর্কতা বা 'ওয়াচ' জারি রাখা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১০ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৩৭ মিমি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ব্যবহারে উত্তর-পূর্বে শীর্ষে ত্রিপুরা

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর।। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন-এর আওতায় ন্যায্যমূল্যের দোকানের ডিলারদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ করা অর্থ ব্যবহারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে এগিয়ে রয়েছে ত্রিপুরা। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের বিপরীতে ত্রিপুরাই সর্বোচ্চ হারে অর্থ ব্যয় করেছে।

খাদ্য সচিবদের সম্মেলনে উপস্থাপিত এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ত্রিপুরার জন্য ৩৯.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ১৭.১০ কোটি টাকা প্রকৃত ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ বরাদ্দকৃত অর্থের ৪২.৯ শতাংশ ব্যবহার করেছে রাজ্যটি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনগণনায় 'ত্রিপুরা' জনজাতির পৃথক পরিসংখ্যান নয় তবে মাতৃভাষায় উত্তরদাতার তথ্য হবে নথিভুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৭ সালের জনগণনায় 'ত্রিপুরা' জনজাতি এবং ত্রিপুরা ভাষার পৃথক গণনা ও পরিসংখ্যান প্রকাশের দাবি নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল কেন্দ্র। ত্রিপুরা জনগণনা পরিচালনালয়ের কাছে পাঠানো প্রতিনিধিত্বের জবাবে জানানো হয়েছে, তফসিলি জনজাতির গণনা শুধুমাত্র সরকারিভাবে বিজ্ঞাপিত তালিকা অনুযায়ী করা হয়। কোনও মূল এন্টির অধীনে থাকা উপ-এন্টির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষ্যে পাঠক, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আজ ১৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা। এই উপলক্ষ্যে জাগরণ ও রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর সমস্ত বিভাগে ছুটি। তাই শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

বাড়ি বাড়ি প্রচারে ব্যাপক সাড়া, উঠে এল এলাকার নানা সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের কাশারি আরএফ ভিলেজে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালালেন বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থীরা। বুধবার ভিলেজের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শবরপাড়া এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কর্ণমুনিপাড়া ও বগাচতল এলাকায় এই প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রচারে স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়ার দাবি করেছেন বাম নেতৃত্ব।

প্রচারে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী সঞ্জিত ত্রিপুরা, চিকন রায় ত্রিপুরা, কাইফমগ, সিপিআইএম নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস, গোপাল রিয়াং, সুবীর ত্রিপুরা, রাকেশ বিশ্বাসসহ দলের যুব ও মহিলা নেতাকর্মীরা।

বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন প্রার্থী ও নেতৃত্ব। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় এখনও দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমস্যা প্রকট। অনেক পরিবারের কাজের সুযোগ নেই, পাশাপাশি খাদ্যসংকটের সমস্যাও রয়েছে। যাঁদের নিজস্ব ঘর নেই, তাঁদের অনেকেই এখনও সরকারি আবাসন প্রকল্পের সুবিধা পাননি বলেও অভিযোগ ওঠে।

এদিন শবরপাড়া এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল চিত্রও প্রচারে উঠে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ, শবরপাড়া বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন। ফলে নিয়মিত পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে। একইসঙ্গে বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তার একটি কালভার্ট দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে পড়ে রয়েছে। সেটি মেরামতের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।

এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা তুলে ধরে প্রার্থীরা মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্যও শোনেন তাঁরা এবং নির্বাচিত হলে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অন্নদাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃষকদের পা ধুয়ে সম্মান কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। কৃষকদের অন্নদাতা হিসেবে অভিহিত করে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানালেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে মোহনপুর মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত 'অন্নদা কৃষক সম্মান ও সেবা' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কৃষকদের সংবর্ধনা জানান তিনি। অনুষ্ঠানের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ পর্বে মন্ত্রী কয়েকজন কৃষকের পা ধুয়ে দেন। এরপর নিজের কাঁধের গামছা দিয়ে তাঁদের পা মুছে দিয়ে কৃষকদের সঙ্গে বসে আহারও করেন।

মন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচি কোনও আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মানুষের ঘরে প্রতিদিনের অন্ন পৌঁছে যায়, সেই কৃষকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। রতন লাল নাথ বলেন, মাটিতে যে হাত বীজ বপন করে, সেই হাতের আশীর্বাদেই আমাদের প্রতিদিনের অন্ন জোটে। তাঁর কথায়, দেশের মানুষের খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 18-09-2026, 00:52

জাগরণ আগরতলা,১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
৩১ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

শিল্পভাবনা ও শ্রমের জয়গান

শরৎকালের আগমনী বার্তার সঙ্গেই বাঙালির উৎসবের মরসুম শুরু হয় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনার মধ্য দিয়া। ভাদ্র মাসের শেষ দিনে, কন্যা সংক্রান্তির এই পুণ্যলগ্নে দেশজুড়িয়া কারখানায় কারখানায় বাজিয়া ওঠে আবাহনের সুর। সনাতন ধর্মে বিশ্বকর্মা হলেন মহাবিশ্বের আদি স্থপতি, প্রকৌশলী এবং দিব্য কারিগর। লঙ্কা নগরী থেকে শুরু করিয়া কৃষ্ণের দ্বারকা পুরী কিংবা দেবতাদের অস্ত্রসবই তাঁহার সৃজনশীলতার নিদর্শন। তবে আজকের দিনে দাঁড়াইয়া বিশ্বকর্মা পূজা কেবল পৌরাণিক আচার বা ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই, এটি মূলত শ্রমের মর্যাদা ও মানুষের সৃজনী শক্তির এক অনন্য সামাজিক উদযাপনে পরিণত হইয়াছে।আধুনিক এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটালাইজেশনের যুগেও যন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্যারেজের মেকানিক, কারখানার সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করিয়া বড় আইটি ফার্মের সফওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারপ্রত্যেকেই এই দিনে তাঁহাদের কাজের সরঞ্জাম বা যন্ত্রাংশকে পরিষ্কার করিয়া দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন। এর আসল উদ্দেশ্য হইলো মেধার সঙ্গে কায়িক শ্রমের মেলবন্ধন ঘটানো এবং কাজের প্রতি সততা বজায় রাখা। উৎসবের এই দিনটিতে কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের ভেদাভেদ ভুলিয়া একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবার দৃশ্য প্রমাণ করে যে, বিশ্বকর্মা পূজা কর্মক্ষেত্রের সৌহার্দ্য ও একাত্মবোধকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তোলে।অন্য দিকে, এই উৎসবের সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে বাংলার এক নিজস্ব ঐতিহ্যআকাশ জুড়ে রঙিন ঘুড়ির মেলা। নীল আকাশে ”ভো-কাট্টা” শব্দের গর্জন আর পিঠাপিঠি মাংস-ভাতের আড্ডায় আপামর বাঙালি মাতিয়া ওঠে এক অনাবিল আনন্দে। শিল্প ও প্রযুক্তির এই দেবতা আমাদের মনে করাইয়া দেন যে, দেশের অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মূলে রহিয়াছেন সেই সব মেহনতি মানুষ, যাঁহারা প্রতিদিন নিজেদের ঘাম ও শ্রম দিয়া সমাজকে সচল রাখিতেছেন। তাই বিশ্বকর্মা পূজার প্রকৃত সার্থকতা তখনই আসিবে, যখন আমরা প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদাকে সম্মান জানাইতে পারিব। দেবশিল্পীর চরণে প্রার্থনা, এই বিশ্বচরাচর যেন কর্মসংস্থান, নতুন প্রযুক্তি ও শ্রমের সঠিক মূল্যায়নে আরও সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে।

১৮ সেপ্টেম্বর দেব শিল্পী শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা। বিশ্বকর্মা পূজাকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যের সর্বত্র নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা হইলো হিন্দু ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই পূজা মূলত বিশ্বকর্মাকে উৎসর্গ করিয়া করা হয়, যাহাকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্থপতি এবং দেবতাদের কারিগর বলা হয়। কারিগরি ও শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা এই দিনটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালন করেন।বিশ্বকর্মাকে ”দেবশিল্পী” বা ”বিশ্বের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার” বলা হয়। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি দেবতাদের প্রাসাদ, অস্ত্রশস্ত্র, এবং রথ নির্মাণ করেছেন। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরী।রাবণের সোনা দিয়ে তৈরি লঙ্কা নগরী। দেবতাদের বিমান ও অন্যান্য অলৌকিক জিনিস।তাই, যাহারা নির্মাণ শিল্প, কলকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বা যন্ত্রপাতির সঙ্গে জড়িত, তাহারা বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য এই দিনটি পালন করেন। বিশ্বাস করা হয় যে এই পূজা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য নিয়া আসে এবং কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।অন্যান্য পূজার মতো বিশ্বকর্মা পূজা তিথি মানিয়া করা হয় না, বরং এটি ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন পালন করা হয়। এই দিন সূর্য সিংহ রাশি থেকে কন্যা রাশিতে প্রবেশ করে, যাহা সাধারণত প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে হয়।পূজার দিন কলকারখানা, দোকান এবং কর্মক্ষেত্রের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দেবশিল্পীর পূজা করা হয়। এই দিনে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না, কারণ এই দিনটিকে যন্ত্রের বিশ্রামের দিন হিসেবে ধরা হয়। বিশ্বকর্মার মূর্তি বা ছবি স্থাপন করিয়া ফুল, ফল, মিষ্টি এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়া পূজা করা হয়। পূজার শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং অনেক জায়গায় ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসবও পালিত হয়। এটি একটি লোকরঞ্জনকারী প্রথা যাহা এই পূজাকে আরও আকর্ষণীয় করিয়া তোলে। বিশ্বকর্মা পূজা সাধারণত পুরোহিত ছাড়াই করা যায়।বিশ্বকর্মা পূজা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি কারিগর ও শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোরও একটি উপায়। এই দিনটি আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে আমাদের জীবনে প্রতিটি কাজ এবং তার পেছনে থাকা কারিগরদের অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজের সকল অংশের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন এবং জনসেবায় ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রাজ্যব্যাপী ”সেবা সংকল্প অভিযান”-এর অঙ্গ হিসেবে আজ কৈলাসহরে ঊনকোটি জেলাভিত্তিক ”আশীর্বাদ কা দিয়া” কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আজ সন্ধ্যা ৭টায় কৈলাসহর মহকুমার চণ্ডীপুর ব্লকের ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সেতু সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পরিবহণ ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি এবং অতিথিগণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসেবার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশ ও রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ”সেবা, সুশাসন ও অন্ত্যোদয়”-এর ভাবনাকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, জল জীবন মিশন, পিএম কিষাণ সম্মাননিধি এবং বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ সহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিকাঠামো উন্নয়ন, দেশীয় উৎপাদন এবং আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়েও বক্তব্য রাখেন। পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, সমাজের সকল অংশের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ”সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস”-এর ভাবনাকে সামনে রেখে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবস্বর আলি, জিলা পরিষদের সদস্য শ্যামল দাস, ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার ঋষভ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়।

মোদী যুগ: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মূলস্রোতে প্রত্যাবর্তন

শ্রী রাম নাথ কোবিন্দ

মোদী যুগের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য হয়তো কোনো নির্দিষ্ট সড়ক, প্রকল্প, সংস্কার কিংবা পরিকাঠামোগত কাজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর মূল নিহিত রয়েছে আরও গভীর এক বিষয়ের মধ্যে- আর তা হলো ভারতীয় মূলধারার সম্প্রসারণ। ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমার মেয়াদকালে, অর্থাৎ ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত- এই পাঁচ বছর আমি তাঁকে আমার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খুব কাছ থেকে দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা এবং জনজীবনে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে, তাঁর জন্মদিনে আমি কিছু ভাবনা তুলে ধরতে চাই। নির্বাচিত সরকারের নেতৃত্বে পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ২০০১ সালের অক্টোবরে গুজরাটে দায়িত্ব গ্রহণ থেকে শুরু করে ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দায়িত্ব পালন করা পর্যন্ত- প্রধানমন্ত্রী মোদী ধারাবাহিকভাবে একটি সহজ অথচ যুগান্তকারী ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর সেটি হল: ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’। এর মূলে রয়েছে আরেকটি সূত্র যা তার অন্তর্ভুক্তির রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করতে এসেছে: জিসকো কিসি নে নাহি পুচা, উসকো মোদি নে পূজা। যারা অশ্রুত, অদেখা বা অসুবিধাভোগী ছিল তারা আর ভারতের উন্নয়নের গল্পের কিনারায় থাকতে পারে না। মোদি যুগে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে ফলপ্রসূ পরিবর্তন: উন্নয়নকে শুধু প্রান্তিকে নিয়ে যাওয়া নয়, প্রান্তিকদেরকে মূলধারায় নিয়ে আসা।

কেন্দ্রে কে আছে তা পুনরায় কল্পনা করা

স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে, ভারতের উন্নয়ন কল্পনার প্রায়ই একটি অন্তর্নিহিত কেন্দ্র এবং একটি পরিধি ছিল। কিছু অঞ্চল দূরের হিসাবে দেখা গেছে। কিছু গ্রাম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পূর্ণ সুবিধা পাওয়ার জন্য খুব প্রত্যন্ত রয়ে গেছে। কিছু আকাঙ্ক্ষা জাতীয় আলোচনায় স্থান পায়নি। মোদী সরকার সেই ক্রমবিন্যাস বা কাঠামোগত বিন্যাসটি পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ক্রমশ প্রাধান্য পেয়েছে বাছাইয়ের পরিবর্তে সর্বজনীন ব্যাপ্তি, বর্জনের পরিবর্তে অন্তর্ভুক্তি এবং কেবল অধিকার প্রদানের পরিবর্তে প্রকৃত ক্ষমতায়ন। এখন প্রশ্নটি আর কেবল কোনো সরকারি কর্মসূচি চালু করা নিয়ে নয়, বরং সেই কর্মসূচি থেকে সবচেয়ে কম সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এমন ব্যক্তির কাছেও তা আদৌ পৌঁছেছে কি না- তা নিয়েই। এই রূপান্তরের বিষয়টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উদাহরণের চেয়ে ভালোভাবে আর কোনো কিছুর মাধ্যমেই হয়তো তুলে ধরা সম্ভব নয়। কয়েক দশক ধরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে প্রায়শই ভারতের এক দূরবর্তী প্রান্তিক অঞ্চল হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীর আমলে এটিকে ক্রমশ ভারতের অগ্রগামী মুখ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

২০১৪ সালের নভেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী এই অঞ্চলটি ৮৩ বারেরও বেশি সফর করেছেন। এই সফরগুলোর পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিকাঠামো, বিনিয়োগ এবং শান্তির প্রসারে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই অঞ্চলে ১২টি বড় ধরনের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পাশাপাশি, ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে উন্নয়নের জন্য ৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে আগের দশকে এই অঙ্কটি ছিল প্রায় ১.৪ লক্ষ কোটি টাকা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামোগত মানচিত্রও পরিবর্তিত হচ্ছে। বগিবিল সেতু এবং সেলা টানেল দুর্লঙ্ঘ্য ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। বৈরবি-সাইরাং রেললাইন উদ্বোধনের মাধ্যমে মিজোরাম ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে সরাসরি রেল-সংযোগ পেয়েছে। স্বাধীনতার পর নাগাল্যান্ড তার প্রথম রেলওয়ে স্টেশন পেয়েছে। গুয়াহাটির এইমস উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম এইমস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আসামের সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টটি এক সম্পূর্ণ ভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এটি এমন এক ধারণাকে তুলে ধরেছে যে, ভারতের অন্যতম প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত শিল্পখাত এমন একটি অঞ্চল থেকে গড়ে উঠতে পারে, যাকে একসময় মূলত ভৌগোলিকভাবে দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকা হিসেবেই দেখা হতো। ‘শেষ গ্রাম’ থেকে ‘প্রথম গ্রাম’ ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতেও দৃষ্টিভঙ্গির ঠিক একই রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে দুর্গম বসতিগুলোকে সাধারণত দেশের ‘শেষ গ্রাম’ হিসেবে অভিহিত করা হতো। মোদী সরকার সচেতনভাবেই এই পরিভাষা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে - এর পেছনের নীতিগত অগ্রাধিকার পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছে। এখন এগুলো ভারতের ‘প্রথম গ্রাম’।

‘ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম’ -এর মাধ্যমে দুর্গম সীমান্তবর্তী এলাকায় সড়ক যোগাযোগ, সংযোগ ব্যবস্থা, পর্যটন, জীবিকা এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে এই ধারণাটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে।

“অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্টস প্রোগ্রাম”-এর (উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি) মাধ্যমে এই নীতিটি দেশের অভ্যন্তরে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে থাকা ১১২টি জেলাকে চিরস্থায়ীভাবে অনুন্নত হিসেবে মেনে না নিয়ে, এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামো ও জীবিকার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরিমাপযোগ্য ফলাফল অর্জন, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় এবং প্রতিযোগিতামূলক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

২০২৩ সালে “অ্যাসপিরেশনাল ব্লকস প্রোগ্রাম”-এর (উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক কর্মসূচি) মাধ্যমে এই কর্মপদ্ধতিকে প্রশাসনিক কাঠামোর আরও গভীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; এর আওতায় ৩২৯টি জেলার ৫০০টি ব্লক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর বার্তাটি স্পষ্ট: ভৌগোলিক অবস্থান কখনোই কোনো স্থায়ী অসুবিধার কারণ হতে পারে না। যখন জনজাতি সম্প্রদায় উন্নয়নের অগ্রাধিকার হয়ে উঠল জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতি গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়েছে।

এখানে বিচ্ছিন্ন বা সাময়িক কল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিবর্তে একটি ধারাবাহিক, সুনির্দিষ্ট এবং সামগ্রিক সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের পথে পরিবর্তন এসেছে। গত এক দশকে জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের বাজেট ২৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ‘পিএম-জনমন’ কর্মসূচির আওতায় ৭৫টি ‘বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনজাতি গোষ্ঠী’কে (পিভিটিজি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে আবাসন, সড়ক যোগাযোগ, পানীয় জল, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ‘ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান’ এই উদ্যোগকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। এর মাধ্যমে সমন্বিত সরকারি পদক্ষেপের সাহায্যে জনজাতি-প্রধান গ্রাম এবং পিভিটিজি জনবসতিগুলোর দীর্ঘদিনের অভাব-ঘাটতিগুলো দূর করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এর মূল দর্শন কেবল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কল্যাণমূলক সুবিধা প্রদান করাই নয়, বরং তাদের এমন সক্ষমতা প্রদান করা যাতে তারা দেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে পূর্ণাঙ্গভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

“শেষ মাইল” বা প্রান্তিক পর্যায়ে সেবা পৌঁছানোই এখন প্রধান অগ্রাধিকার ৫৯ কোটিরও বেশি “জন ধন” অ্যাকাউন্ট আগে আর্থিক পরিষেবার আওতার বাইরে থাকা পরিবারগুলোকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করেছে। “ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার” বা সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি সহায়তা সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থের অপচয় বা চুরি বন্ধ করে ৫.১৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সঞ্চয় নিশ্চিত করা গেছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এই ব্যাপকতার মতোই মৌলিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও বিশাল কর্মযজ্ঞ সাধিত হয়েছে। “সৌভাগ্য” প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। “উজ্জ্বলা” প্রকল্পের আওতায় ১০ কোটিরও বেশি পরিবারকে রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানি সরবরাহ করা হয়েছে। “জল জীবন মিশন”-এর মাধ্যমে ১৩ কোটি গ্রামীণ পরিবারে কলের জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিগুলোর মূল ভিত্তি হলো একটি সাধারণ নীতি: যারা পরিষেবার আওতার বাইরে রয়ে গেছেন তাদের খুঁজে বের করা এবং সরকারি পরিষেবার সুফল তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। “স্যাচুরেশন” বা পূর্ণাঙ্গ কভারেজ নিশ্চিত করার বাস্তব অর্থ এটাই। এর লক্ষ্য এখন আর কেবল কোনো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু রাখা নয়; বরং প্রতিটি যোগ্য ব্যক্তির কাছে সেই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। ‘নারীর উন্নয়ন’ থেকে ‘নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন’ নারীদের ক্ষেত্রেও এই রূপান্তরটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ সময় ধরে নারীদের মূলত সরকারি সহায়তা বা কল্যাণমূলক কর্মসূচির সুবিধাভোগী হিসেবেই দেখা হতো। মোদী সরকারের একটি বড় পদক্ষেপ হলো এই অবস্থান পরিবর্তন করা- অর্থাৎ কেবল সুবিধাভোগী থেকে অংশীদার, গ্রহীতা থেকে উদ্যোক্তা এবং ক্রমশ উন্নয়নের কেবল অংশগ্রহণকারী থেকে উন্নয়নের নেতৃত্বে আসীন হওয়া।

‘স্বচ্ছ ভারত মিশন’ এমন একটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে যা নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ‘মুদ্রা’ যোজনা নারীদের অভূতপূর্ব মাত্রায় উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। মোট মুদ্রা ঋণের ৬৮ শতাংশই নারীরা গ্রহণ করেছেন। ‘পিএম স্বনিধি’ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৪৬ শতাংশই নারী। ‘লাখপতি দিদি’ উদ্যোগটি গ্রামীণ রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে স্থাপন করেছে। এটি ভিন্ন রূপে সেই একই নীতি- ঐতিহাসিকভাবে যাদের কেবল সুবিধাভোগী হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তাদের জাতীয় অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা।

‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-এর প্রকৃত অর্থ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, জনজাতীয় সম্প্রদায়,সীমান্তবর্তী গ্রাম, নারী, গ্রামীণ পরিবার এবং আর্থিক পরিষেবার আওতা-বহির্ভূত নাগরিকদের প্রত্যেকের কথা আলাদাভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এরা প্রত্যেকেই নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ বা বিষয়কে তুলে ধরেছে। আবার সামগ্রিকভাবে দেখলে, এদের মধ্য দিয়ে মোদী সরকারের শাসন-দর্শনের বৃহত্তর কাঠামোটি ফুটে ওঠেছে। ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-এর মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করা। এটি শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে: কাদের কাছে এখনও পৌঁছানো সম্ভব হয়নি? কাদের কথা এখনও শোনা হয়নি? উদীয়মান ভারতের সুযোগ-সুবিধার কাঠামোর বাইরে কারা এখনও রয়ে গেছে?

এরপর এটি সেই প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার ফলে সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মানুষরা এখন মূলধারার কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসছে।

“বিকশিত ভারত”-এর লক্ষ্যে এক বৃহত্তর মূলধারা

তাই, মোদী-যুগের সবচেয়ে গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ উত্তরাধিকার হলো ভারতীয় মূলধারার এই নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ। উন্নয়নকে এখন আর এমন কিছু হিসেবে দেখা হয় না যা কেবল কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে প্রান্তিক অঞ্চলে পৌঁছায়। বরং ভারতের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষায় প্রান্তিক অঞ্চলগুলোকেও এখন মূল কেন্দ্রবিন্দুর অংশ করে তোলা হচ্ছে।

ভারত যখন ২০৪৭ সালের “বিকশিত ভারত”-এর লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন এর উদ্দেশ্য কেবল একটি বিশাল অর্থনীতি, শক্তিশালী পরিকাঠামো বা সক্ষম রাষ্ট্র গড়ে তোলাই নয়। এর লক্ষ্য হলো এটা নিশ্চিত করা যে, যে ভারত গড়ে উঠছে, তাতে তাদেরও সমান অংশীদারিত্ব থাকবে- যারা একসময় উন্নয়নের আখ্যানে সবচেয়ে কম দৃশ্যমান ছিল। শেষ পর্যন্ত, অগ্রগতির সবচেয়ে বড় মাপকাঠি এটা নয় যে ছাদটি কতটা উঁচুতে উঠেছে, বরং এটা যে কত বেশি সংখ্যক মানুষকে সেই ছাদের নিচে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। এটাই মোদী যুগের মূল বক্তব্য: যাঁরা একসময় প্রান্তিক ছিলেন, তাঁরা এখন আর ভারতের মূলধারায় প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করছেন না। তাঁরাই বরং একে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করছেন।

(লেখক ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি)

২৫ বছর এক লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশগঠন

সর্বানন্দ সোনোয়াল

গুজরাটের ভাদনগরে একটি ছোট চায়ের দোকান রয়েছে। সেখানেই একসময় নরেন্দ্র মোদি যাত্রীদের চা পরিবেশনে তাঁর বাবাকে সাহায্য করতেন। ট্রেন প্রায়ই দেরিতে চলত, আর সেই অপেক্ষারত যাত্রীদেরই চা পরিবেশন করা হতো। তবে সেই দোকানের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত এরপরের ঘটনাপ্রবাহে। প্রায় আড়াই দশক ধরে সংগঠনের শৃঙ্খলা মেনে, জনজীবনে নীরবে, নিরলস ও প্রচারবিমুখ পরিশ্রম করে গিয়েছেন তিনি-সেই সময়ে দেশের অধিকাংশ মানুষ তাঁর নামও জানতেন না।

শ্রী নরেন্দ্র মোদি ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তখন তিনি গুজরাটের ভয়াবহ ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলে ওঠার চেষ্টা করেন। সেটিই ছিল তাঁর প্রথম বড় প্রশাসনিক পরীক্ষা। ২০১৪ সালের মে মাসে, ১৪০ কোটি মানুষের দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন তিনি। চলতি সেপ্টেম্বরে কোনও নির্বাচিত সরকারের শীর্ষে টানা ২৫ বছর পূর্ণ করছেন তিনি। এর মধ্যে ১২ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং তার আগে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। বিশ্বের যেকোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এত দীর্ঘ সময় ধরে কোনও রাজনৈতিক যাত্রার ধারাবাহিকতা বজায় থাকা বিরল। মানুষের আস্থা মোদির প্রতি। এই ধারাবাহিকতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি জনগণের অগাধ আস্থা। ২০১৪ সালে শ্রী মোদির নেতৃত্বে আমাদের দল তিন দশকের মধ্যে প্রথমবার লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ২০১৯ সালে সেই জনসমর্থন আরও বৃদ্ধি পায়। আর ২০২৪ সালে ভোটাররা তাঁকে টানা তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন। এর ফলে ভারতের ইতিহাসে জওহরলাল নেহরুর পর তিনটি পরপর মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হওয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি হন তিনি। তিনটি জাতীয় নির্বাচনে অর্জিত এই আস্থা শুধু কথার মাধ্যমে আসেনি - মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে যে পরিবর্তন দেখতে ও অনুভব করতে পেরেছেন, তার পেছনে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম। কাজের সেই তীব্রতা খুব কমই থেমেছে।

আত্মনির্ভর ভারতের অধীনে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন রেকর্ড ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এক দশক আগে এই পরিসংখ্যান অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারত, যখন প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের জন্য ভারত অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিল আমদানির ওপর। ডিজিটাল ইন্ডিয়া একসময় ছিল একটি নীতিগত প্রতিশ্রুতি। এখন তা ভারতের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক অংশ। গত বছর ইউপিআই পেমেন্ট ব্যবস্থায় ২৪ হাজার কোটিরও বেশি লেনদেন হয়েছে এবং ব্রডব্যান্ড সংযোগের সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়েছে। এগুলি শুধুমাত্র পরিসংখ্যান নয়। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, এখন একজন ভারতীয় কীভাবে এক কাপ চায়ের দাম মেটান, সরকারি ভর্তুকি পান কিংবা ঋণের জন্য আবেদন করেন- সেই ব্যবস্থায় কতটা পরিবর্তন এসেছে। এই একইভাবে মানুষের কাছে পৌঁছনোর অনুভূতি পৌঁছেছে এমন একটি অঞ্চলেও, যে অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে প্রাপ্য গুরুত্বের অপেক্ষায় ছিল। দীর্ঘদিন দিল্লির অবহেলা ও উদাসীনতার শিকার উত্তর-পূর্ব ভারত এখন প্রকৃত অর্থেই নতুন গুরুত্ব পাচ্ছে এবং তাকে ‘উন্নয়নের ইঞ্জিন’ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

২০১৪ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ১০, ৯০৫ কিলোমিটার। গত বছর তা বেড়ে হয়েছে ১৬,২০৭ কিলোমিটার। একইসঙ্গে ব্রহ্মপুত্রকে বন্দর থেকে বন্দরে একটি কার্যকর পরিবহণ করিডর হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে, যা পাণ্ডু, বগীবিল, বিশ্বনাথ ঘাট এবং নিমাতিকে যুক্ত করছে। আসামের রেল নেটওয়ার্কের ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণও এই অঞ্চলের উন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। মোদির নিরলস মনোযোগে দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত শান্তিও এখন এই অঞ্চলে স্থায়ী রূপ পাচ্ছে। ভারতের এই অঞ্চল এখন ‘অষ্টলক্ষ্মী’- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সংযোগের সেতু, কোনও সীমান্তবর্তী অঞ্চল নয় যাকে শুধু পরিচালনা করতে হবে। নতুন সড়ক, রেলপথ ও নদীপথের পরিকাঠামো তৈরির যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলছে, তাতে স্পষ্ট- এটি শুধুমাত্র কোনও স্লোগান নয়।

সরকারের বার্তার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে চারটি ক্ষেত্র, যেগুলিকে ‘অমৃত স্তম্ভ’ বলা হয়, যুব, নারী, কৃষক এবং গরিব কল্যাণ। এই ধরনের শব্দকে সহজেই শুধু স্লোগান বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এর পিছনের পরিসংখ্যান দেখলে ছবিটা স্পষ্ট হয়। স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২.২৩ লক্ষেরও বেশি স্বীকৃত স্টার্টআপ তৈরি হয়েছে। এগুলিতে সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে ২৩ লক্ষেরও বেশি মানুষের। পিএম-কিষান প্রকল্পের আওতায় ২২টি কিস্তিতে কৃষকদের সরাসরি ৪.২৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জনধন যোজনার অ্যাকাউন্টের সংখ্যা এখন ৫৯ কোটি ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩৩ কোটি অ্যাকাউন্ট মহিলাদের নামে। আলাদাভাবে দেখলে এগুলি কল্যাণমূলক প্রকল্পের পরিসংখ্যান। কিন্তু একসঙ্গে দেখলে বোঝা যায়, নির্ভরশীলতার পরিবর্তে মর্যাদাকে কেন্দ্র করে কীভাবে একটি জনপরিষেবা ব্যবস্থা গড়ে উঠছে।

এখন আসল পরীক্ষা সামনে। আর সেই পরীক্ষা শুধু রাজনীতি নিয়ে নয়, বাস্তবে কাজ কতটা কার্যকরভাবে পৌঁছচ্ছে, তা নিয়ে। ভারতের সামনে দুটি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য রয়েছে। প্রথমটি হল ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ - স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তিতে একটি সম্পূর্ণ উন্নত দেশ হিসেবে ভারতকে গড়ে তোলা। দ্বিতীয়টি হল ২০৭০ সালের মধ্যে নেট জিরো নির্গমনের লক্ষ্যে পৌঁছনো। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার আগে থেকেই উৎপাদন, জাহাজ চলাচল, জ্বালানি ও নির্মাণ ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ শুরু করতে হবে। শেষ মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে প্রস্তুতি নিলে চলবে না।

এই দুটি লক্ষ্য কোনও সরকারের একার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রকে আজ থেকেই সেই অর্থনীতির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, যার বিচারে আগামী তিন-চার দশক পর দেশকে মূল্যায়ন করা হবে। সেই অর্থনীতি একইসঙ্গে সমৃদ্ধ এবং পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধ হবে- এটাই প্রত্যাশা।

ভাদনগরের সেই চায়ের দোকান থেকে ২০৪৭-এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলা ভারতের মধ্যে যে যোগসূত্র, তা আসলে খুবই সহজ একটি অভ্যাস, ২৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে একইভাবে কাজ করে যাওয়া, এমন কাজ করে যাওয়া, যার সুফল অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না।সেই শৃঙ্খলা-পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে স্বপ্ন দেখা এবং প্রত্যাশার চেয়েও বেশি পরিশ্রম করা- এই দীর্ঘ যাত্রার একটি ধারাবাহিক সূত্র হয়ে রয়েছে। আর ভবিষ্যতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে ভারতকেও সেই একই সূত্র অনুসরণ করতে হবে, একটি করে জনাদেশ এবং একটি করে মাইলফলক পেরিয়ে।

(লেখক:কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২০নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্তের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আগরতলায় এক স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আয়োজন করা হয়।

টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে চন্দ্রশেখরনকে পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব 'অবৈধ': টাটা ট্রাস্টস

মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): টাটা সন্সের চেয়ারম্যান হিসেবে এন. চন্দ্রশেখরনকে পুনর্নিয়োগের জন্য পরিচালন পর্ষদের প্রস্তাবকে 'অবৈধ' বলে দাবি করল টাটা ট্রাস্টস। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ট্রাস্টস জানায়, চন্দ্রশেখরন তাঁর বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে আর পুনর্নিয়োগের জন্য নিজেকে প্রস্তাব করবেন না বলে যে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন, তা যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।

এর আগে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, টাটা সন্সের পরিচালন পর্ষদ চন্দ্রশেখরনের জন্য আরও পাঁচ বছরের মেয়াদ অনুমোদন করেছে এবং সংস্থাটির দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তির পরিকল্পনাতেও সায় দিয়েছে।

টাটা ট্রাস্টসের বিবৃতিতে বলা হয়, গত ১২ আগস্ট চন্দ্রশেখরন টাটা সন্সের পরিচালন পর্ষদকে তাঁর বর্তমান মেয়াদ শেষে পুনর্নিয়োগের জন্য নিজেকে প্রস্তাব না করার সিদ্ধান্তের কথা জানান। ট্রাস্টসের দাবি, এটি ছিল তাঁর স্বাধীনভাবে নেওয়া এবং স্পষ্টভাবে জানানো সিদ্ধান্ত; কোনও পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ট্রাস্টস আরও জানায়, সিদ্ধান্তটি শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে আগাম আলোচনা বা তাঁদের অবহিত না করেই প্রকাশ্যে জানানো হয়েছিল। তাদের বক্তব্য, একবার এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসার পর তা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা যায় না, কারণ সংস্থার কর্মী, ঋণদাতা, ব্যবসায়িক অংশীদার, বাজার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার ওই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, পরদিন টাটা ট্রাস্টস আনুষ্ঠানিকভাবে চন্দ্রশেখরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং টাটা সন্সের 'সংঘবিধি'' অনুযায়ী উত্তরসূরি নির্বাচনের জন্য সিলেকশন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার পরামর্শ দেয়।

টাটা ট্রাস্টস জানায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার হিসেবে তাদের অবস্থান বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত এবং তা অপরিবর্তিত রয়েছে। বৃহস্পতিবারের পরিচালন পর্ষদের বৈঠকেও টাটা ট্রাস্টসের চেয়ারম্যান এই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন।

ট্রাস্টসের দাবি, বৃহস্পতিবারের বৈঠকে চন্দ্রশেখরনকে পুনর্নিয়োগের প্রস্তাবের পক্ষে চারজন পরিচালক ভোট দেন এবং নোয়েল টাটা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। টাটা সন্সের 'সংঘবিধি'-এর বিধান অনুযায়ী, এই পরিস্থিতিতে পুনর্নিয়োগের প্রস্তাবটি আইনগতভাবে কার্যকর নয় বলে দাবি করেছে টাটা ট্রাস্টস। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দুই ট্রাস্ট-মনোনীত পরিচালক উপস্থিত না থাকলে চেয়ারম্যানের নিয়োগ বা পুনর্নিয়োগ নিয়ে পরিচালন পর্ষদ আইনসঙ্গতভাবে বৈঠক বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। পাশাপাশি, ওই ধরনের প্রস্তাব বৈধভাবে অনুমোদনের জন্য দুই মনোনীত পরিচালকেরই পক্ষে ভোট দেওয়া প্রয়োজন বলে ট্রাস্টসের দাবি।

টাটা ট্রাস্টসের বক্তব্য অনুযায়ী, ট্রাস্টের অন্যতম মনোনীত পরিচালক নোয়েল টাটা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ায় সিদ্ধান্তটি আইনগতভাবে অকার্যকর হয়ে যায়। নোয়েল টাটা ট্রাস্টসের অবস্থানের সঠিকতা নিয়ে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের কাছ থেকে নেওয়া একটি আইনি মতামতও পরিচালন পর্ষদের সামনে পেশ করেন বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

এই ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন কয়েক সপ্তাহ আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) টাটা সন্সকে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ২০২২ সালে আরবিআই টাটা সন্সকে 'আপার-লেয়ার' নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছিল এবং নিয়ম অনুযায়ী তিন বছরের মধ্যে সংস্থাটির তালিকাভুক্তি প্রয়োজন।

মণিপুরের ত্রাণশিবিরে ২৫টি অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে মুখ্যসচিবকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): হিংসা-বিধ্বস্ত মণিপুরের বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে ২৫টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট। মৃত্যুর কারণ, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা প্রতিরোধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, রিপোর্টে তা উল্লেখ করতে হবে। প্রধান বিচারপতি সূর্য্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও ভি. মোহনার বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেয়। ত্রাণশিবিরে বসবাসকারী অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের মৃত্যু এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আদালতে পেশ করা তথ্যের ভিত্তিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

আদালত নির্দেশ দিয়েছে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত ২৫টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যসচিবকে রিপোর্ট দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং মৃত্যুর কারণ নির্ধারণে সহায়ক অন্যান্য নথিও আদালতে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে কী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাও জানাতে হবে।

ত্রাণশিবিরে থাকা বাস্তুচ্যুত মানুষের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে মণিপুর সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তারও ব্যাখ্যা চেয়েছে শীর্ষ আদালত।

আটটি জেলায় অবস্থিত ত্রাণশিবিরগুলিতে মৃত্যুর বিষয়ে একটি রিপোর্ট আদালতের নজরে আসার পর বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, কেন মাত্র ২০টি ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর সব ঘটনায় ময়নাতদন্ত না করার কারণও রাজ্য সরকারকে জানাতে বলা হয়েছে।

এছাড়া, অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে মাত্র ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তার ভিত্তিও জানতে চেয়েছে আদালত। কীভাবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে, সে বিষয়েও রাজ্যকে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

ত্রাণশিবিরে বসবাসকারী মানুষদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবা এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিশ্চিত করার জন্যও কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

মণিপুর লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিকে বিষয়টি অবিলম্বে খতিয়ে দেখে সমস্ত অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণ এবং ইতিমধ্যে এফআইআর দায়ের হওয়া মামলাগুলির তদন্ত দ্রুত শেষ করার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তলের নেতৃত্বাধীন কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার পর এই নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। ২০২৩ সালের মণিপুর হিংসার জেরে তৈরি মানবিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে মহিলা ও শিশু, ত্রাণশিবির, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে সুপ্রিম কোর্ট ওই কমিটি গঠন করেছিল।

শুনানিতে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য্যা ভাটি মণিপুর হিংসা সংক্রান্ত মামলাগুলির তদন্তের অগ্রগতির তথ্যও প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সামনে তুলে ধরেন। কেন্দ্রের আইন আধিকারিক জানান, আটটি জেলায় ৪২টি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করা হয়েছে। ৩০২টি মামলায় চার্জশিট জমা পড়েছে, ১,৫৮৩টি মামলায় ক্লোজার রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এবং ১,১৩৫টি মামলার তদন্ত এখনও চলছে।

২০২৩ সালের হিংসার সময় যৌন হিংসার অভিযোগ-সহ কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)-র তদন্তাধীন মামলাগুলির অগ্রগতির বিষয়েও আদালতকে জানানো হয়।

এর আগে সুপ্রিম কোর্ট যৌন হিংসা সংক্রান্ত ১১টি মামলা সিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করে এবং অসমে ওই মামলাগুলির বিচার করার নির্দেশ দিয়েছিল। একই সঙ্গে মণিপুর থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। হিংসা সংক্রান্ত মামলাগুলির তদন্ত পর্যবেক্ষণের জন্য প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক দত্তাত্রেয় পাডসালগিকরকেও নিয়োগ করেছিল শীর্ষ আদালত।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে যৌন হিংসার মামলাগুলির তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সিবিআইয়ের কাছে স্ট্যাটাস রিপোর্ট চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে মণিপুর ও গৌহাটি হাইকোর্টের মধ্যে সমন্বয়ের একটি ব্যবস্থার কথাও তখন বিবেচনা করা হয়েছিল। ভুক্তভোগী ও সাক্ষীরা যাতে তাঁদের বক্তব্য জানানোর ক্ষেত্রে 'মুক্ত ও নির্ভীক পরিবেশ' পান, তার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছিল আদালত।

ভারতে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের ভিত্তি তৈরি হয়েছে, এবার বৃদ্ধির সময়: অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারতে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের ভিত্তি তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং এবার এই শিল্পকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে 'সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬'-এর ফাঁকে আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী বলেন, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রউপকরণ, যন্ত্রপাতি, নতুন ফ্যাব, এটিএমপি ইউনিট, চিপ ডিজাইন এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিসবকিছুই ভারতে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, 'সেমিকন ২.০' ছয়টি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে ভারতের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পকে আরও শক্তিশালী করবে। এই ছয়টি স্তম্ভ হলচিপ ডিজাইন, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, আরও ফ্যাব স্থাপন, এটিএমপি/ওএসএটি শিল্পকে আরও শক্তিশালী করা, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি।

বৈষ্ণব বলেন, 'সেমিকন ১.০'-এর সময়ে বহু স্টার্টআপ চিপ ডিজাইনের ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছিল। এতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। ১০৫টিরও বেশি স্টার্টআপ এই উদ্যোগে অংশ নেয় এবং তাদের মধ্যে প্রায় ২০টি সংস্থা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা অর্থায়ন পেয়েছে। তাঁর মতে, সেটি ছিল কেবল শুরু।

কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি সচিব এস. কৃষ্ণন আইএএনএস-কে জানান, এবারের 'সেমিকন ইন্ডিয়া' গত বছরের তুলনায় অনেক বড় পরিসরে হচ্ছে। প্রায় ৪০,০০০ প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে নাম নথিভুক্ত করেছেন এবং প্রদর্শনীতে প্রায় ৬০০টিরও বেশি সংস্থা অংশ নিচ্ছে।

তিনি জানান, প্রায় ৫২টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া ৩০০-রও বেশি সংস্থা বিদেশি।

কৃষ্ণনের মতে, সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের গন্তব্য হিসেবে ভারতের প্রতি আন্তর্জাতিক স্তরে যে আস্থা তৈরি হয়েছে, এই অংশগ্রহণ তারই প্রতিফলন।

'সেমিকন ২.০'-এর আওতায় সমর্থন পাওয়া প্রকল্পগুলির মেয়াদ সাধারণত ছয় বছর পর্যন্ত হবে। এই প্রকল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে তিন বছর আবেদন গ্রহণ করা হবে। ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (আইএসএম) এই প্রকল্পের নোডাল সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। আইএসএম আবেদন গ্রহণ, প্রযুক্তিগত ও আর্থিক মূল্যায়ন, আবেদনকারীদের সুপারিশ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের তদারকি করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের তিন বছর পর অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী মাঝপথে মূল্যায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে প্রকল্পটির প্রভাব পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা ধারাবাহিকতা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিকে, সরকার 'সেমিকন ২.০' প্রকল্পের ছয়টি স্তম্ভই আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন ও উৎপাদন সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রথম 'সেমিকন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই প্রকল্পে চিপ ডিজাইন, ফ্যাব্রিকেশন ও প্যাকেজিং থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতি, উপকরণ, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মতো সেমিকন্ডাক্টর ভ্যালু চেনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সহায়তা দেওয়া হবে।

ইউপিআই লেনদেনে এমডিআর নিয়ে সংসদীয় কমিটিতে আলোচনা হয়নি, দাবি কংগ্রেস সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ২,০০০ টাকার বেশি নির্দিষ্ট ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি ঘোষিত ০.৪ শতাংশ মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সাংসদরা। তাঁদের দাবি, সংসদীয় অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে এই প্রস্তাব নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) ২,০০০ টাকার বেশি ইউপিআই পেমেন্টের ক্ষেত্রে ০.৪ শতাংশ এমডিআর চালুর কথা জানিয়েছে। কংগ্রেস সাংসদদের দাবি, এই চার্জের অধিকাংশটাই ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক ও পেমেন্ট প্রসেসরদের দিতে হবে।কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ 'এক্স'-এ দাবি করেন, প্রস্তাবিত ইউপিআই চার্জ নিয়ে সংসদীয় অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা হয়নি। তাঁর আরও দাবি, অর্থ মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে ডঙ্ঞ্জজ্জ কর সংক্রান্ত কোনও নির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেননি।

গগৈ বলেন, কমিটির সদস্যরা এমডিআর চালুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে তাঁর দাবি, আলোচনার সময় সরকারি প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট বা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। তাঁর বক্তব্য, সাম্প্রতিক ইউপিআই কর নীতি ছোট ব্যবসায়ী, বিক্রেতা ও উদ্যোক্তাদের উপর চাপ তৈরি করবে এবং বড় মার্কিন সংস্থাগুলিকে সুবিধা দেবে।সংসদীয় অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে কংগ্রেসের পাঁচ সাংসদ ছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম, মনীশ তিওয়ারি, গৌরব গগৈ, কিশোরীলাল এবং কে. গোপীনাথ।গৌরব গগৈয়ের বক্তব্যকে সমর্থন করে কংগ্রেস সাংসদ মনীশ তিওয়ারি বলেন, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যবিবরণী বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত এবং তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয় বলে তিনি মনে করেন।

তিওয়ারিরও দাবি, কমিটির সামনে ইউপিআই লেনদেনে নতুন এমডিআর সংক্রান্ত কোনও নির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা হয়নি। এমনকি প্রস্তাবিত হার, ছাড় বা ছাড়ের বিষয়গুলিও কমিটির সামনে বিস্তারিতভাবে রাখা হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।এমডিআর চালুর প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা নিয়েও কমিটির সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছিলেন বলে জানান তিওয়ারি। তাঁর বক্তব্য, কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে এমডিআর চালুর নীতিগত ও ধারণাগত প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সদস্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।এছাড়া কমিটির কোনও কোনও সদস্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেনএমন দাবি নিয়েও আপত্তি জানান তিওয়ারি। তাঁর মতে, সংসদীয় কমিটির গোপনীয় কার্যপ্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের বক্তব্য সঠিক নয়।

বিষয়টি নিয়ে আরও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

অসমে বন্যাদুর্গতদের জন্য বাড়তি ত্রাণের দাবিতে অনশনে অখিল গগৈ

গুয়াহাটি, ১৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসমের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য বাড়তি ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণের দাবিতে বৃহস্পতিবার একদিনের অনশন শুরু করলেন রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ। দিসপুরের লোকসেবা ভবনের বাইরে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই অনশন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া এবং পর্যাপ্ত পুনর্বাসন নিশ্চিত করার দাবিতে এই কর্মসূচি বলে জানিয়েছে রাইজর দল।

অখিল গগৈ অভিযোগ করেন, আসাম-এ বন্যার ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির পর পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়নি। তাঁর দাবি, নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধিক প্রতিশ্রুতি দিলেও বন্যার পর আসাম-এর দুর্গত এলাকা বা প্রত্যন্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেননি।

রাইজর দলের সভাপতির আরও অভিযোগ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য কেন্দ্র এখনও কোনও বিশেষ আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেনি এবং বন্যার ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেও কোনও বার্তা দেয়নি।শাসক দলের নেতা, মন্ত্রী ও বিধায়কদেরও আক্রমণ করেন গগৈ। তাঁর অভিযোগ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি সরকারি সহায়তার অপেক্ষায় থাকলেও শাসক দলের নেতাদের নজর বর্তমানে নগাঁও লোকসভা উপনির্বাচনের দিকে সরে গিয়েছে।

রাইজর দল প্রতিটি বন্যাদুর্গত পরিবারকে অবিলম্বে ১৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। বন্যায় যেসব পরিবারের বাড়ি বা সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিও জানানো হয়েছে। একই ধরনের ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও চেয়েছে দলটি।আসামের উচ্চ এলাকা-এর বন্যার কারণ খতিয়ে দেখতে অবিলম্বে সিবিআই তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন অখিল গগৈ। বন্যার ভয়াবহতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে অবৈধ খনন-সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ভূমিকা থাকতে পারে বলে তিনি আগেও অভিযোগ করেছিলেন।এছাড়া অসমের জলসম্পদ মন্ত্রী সুশান্ত বরগোহাঁইকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ এবং সোনারি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ধর্মেশ্বর কোঁৱৰ ও নাজিরার বিধায়ক ময়ূর বরগোহাঁইকে গ্রেফতারের দাবিও জানিয়েছে রাইজর দল।গগৈ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বৃহস্পতিবারের অনশনের পরও সরকার দাবিগুলি নিয়ে পদক্ষেপ না করলে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে আরও বড় প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে রাইজর দলের।আসামের উচ্চ এলাকা-এর বন্যাদুর্গতদের জন্য উন্নত ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং বন্যার কারণ নিয়ে স্বাধীন তদন্তের দাবিতে রাইজর দলের চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবেই এই কর্মসূচি বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বালাঘাটে ৩০-এর বেশি আদিবাসী শিশুর মৃত্যু নিয়ে সরব রাহুল গান্ধী, মধ্যপ্রদেশ সরকারের সমালোচনা

নয়াদিল্লি/ভোপাল, ১৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলায় ৩০-এর বেশি আদিবাসী শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। অসুস্থতা, অপুষ্টি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতিকেই এই মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে মধ্যপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার এক্স-এ একটি পোস্টে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, নিরীহ শিশুদের প্রাণহানি সত্ত্বেও প্রশাসনের পদক্ষেপ অত্যন্ত ধীর এবং সরকার কার্যত 'ঘুমিয়ে রয়েছে'। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবকে উৎসবের আয়োজন ও প্রদীপ জ্বালানোর বাইরে রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

রাহুল গান্ধী তাঁর পোস্টে রোগ, অপুষ্টি, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এবং ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি ভেজাল ওষুধ এবং বিষাক্ত বেআইনি মদের কারণে বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

কংগ্রেস নেতা আরও অভিযোগ করেন, মধ্যপ্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বিপর্যস্ত। তাঁর দাবি, রাজ্যে ছাত্রছাত্রী, শিশু, দরিদ্র মানুষ, দলিত, আদিবাসী, অনগ্রসর শ্রেণি এবং মহিলারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। মধ্যপ্রদেশের বর্তমান প্রশাসনকে তিনি দুর্নীতি ও দুর্বল শাসনের অভিযোগেও নিশানা করেন।

রাহুল গান্ধী জানান, তিনি ইন্দোর সফরে রয়েছেন এবং রাজ্যের ছাত্র, যুবক-যুবতী ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিয়মিত মতামত সংগ্রহ করছেন।

এই ঘটনাকে ঘিরে বালাঘাটের প্রত্যন্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে স্বাস্থ্যসংকট অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে বিরসা ও বাইহর ব্লকে বসবাসকারী বাইগা ও গোন্ড সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত কয়েক মাসে ৩০-এর বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। হাম, ম্যালেরিয়া, একাধিক সংক্রমণ, গুরুতর অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, শ্বাসকষ্ট এবং চিকিৎসা পরিষেবা পেতে দেরির মতো একাধিক কারণ এই মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তর ব্যাপক হারে মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে। শত শত শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং হাম-রুবেলা টিকাকরণ আরও জোরদার করা হয়েছে। গুরুতর অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রেও ভর্তি করা হয়েছে।শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টও রাজ্য সরকারের কাছে জবাব চেয়েছে।

যদিও শিশু মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা নিয়ে সরকারি পরিসংখ্যান এবং বিভিন্ন স্বাধীন প্রতিবেদনে পার্থক্য রয়েছে, বালাঘাটে আদিবাসী শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ইতিমধ্যেই ব্যাপক নজর কেড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, দীর্ঘমেয়াদি পুষ্টি সহায়তা এবং জবাবদিহির দাবিও উঠেছে।

গত ১০ সেপ্টেম্বর আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী বিজয় শাহ বালাঘাট ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। তবে শিশু মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি জানান, প্রতিটি বাইগা পরিবারকে বসবাসের জন্য একটি করে বাড়ি দেওয়া হবে এবং তাঁদের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থাও করা হবে।

শ্রীরামপুরে মমতার সভায় হাইকোর্টের শর্তসাপেক্ষ অনুমতি, সর্বাধিক ১,০০০ জনের জমায়েত

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে শর্তসাপেক্ষে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে সভা করতে পারবেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় সর্বাধিক ১,০০০ জন অংশ নিতে পারবেন বলে বৃহস্পতিবার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য্যের একক বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সভাটি করতে হবে। সভা শেষ হওয়ার পর কোনও রকম মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না। পাশাপাশি, আয়োজকদের এমন কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না, যার ফলে সংলগ্ন ব্যস্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয়।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের পক্ষ থেকে শ্রীরামপুরে ২,০০০ দলীয় কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে সভা করার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাতে আপত্তি জানানো হয়। সরকারের আইনজীবী আদালতে জানান, শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দান তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ। এছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেড-প্লাস নিরাপত্তা পান। ফলে তাঁর নিরাপত্তার জন্য মঞ্চের সামনের একটি নির্দিষ্ট অংশ খালি রাখতে হবে।সরকারের পক্ষ থেকে আরও যুক্তি দেওয়া হয়, ওই খালি জায়গার বাইরে ২,০০০ মানুষ জড়ো হলে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।অন্যদিকে, তৃণমূলের আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের এই যুক্তির বিরোধিতা করেন। তিনি জানান, সম্প্রতি একই জায়গায় বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের একটি অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০,০০০ মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন।উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য্য সর্বাধিক ১,০০০ জনের উপস্থিতিতে সভা করার অনুমতি দেন।এর আগে ১১ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরে সভার পর মিছিল করার পরিকল্পনা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল শিবিরের। কিন্তু পুলিশি অনুমতি নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টে পৌঁছায়। সেই সময় একই একক বেঞ্চ শ্রীরামপুরের মহেশ এলাকায় স্নানপিড়ি ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার অনুমতি দিয়েছিল।এরপর সংলগ্ন জগন্নাথ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ড ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। তাদের দাবি ছিল, স্নানপিড়ি ময়দানটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সেখানে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Page 3_5_7- JAGARAN 111.pmd 2 18-09-2026, 01:39

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জাদুকাঠির রসায়ন : ছোটদের গল্পসম্ভার

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

আচ্ছা, রূপকথার রাজ্যে যেতে কার না ভালো লাগে ! চারিদিকে বনাঞ্চল, গাছগাছালির নীরবতা, পুকুরে রাজহাঁসের জলকেলি, পক্ষীরাজের ঘোড়দৌড়, সাপেদের ফিসফিসানি, রুপোর কাঠি, জিয়ন কাঠি, রাত পরীদের ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাওয়া সবই অলীক স্বপ্নের মত। বিশিষ্ট লেখিকা নবনীতা দেবসেন তাঁর "ছোটদের গল্প সমগ্র" বইয়ের মাধ্যমে কল্পনার আকাশের হরেক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। "অরুবাবুর গপ্পো" গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন, ''ইচ্ছের বাগান। সেখানে এক একটা ফুল এক একটা বাচ্চা। বাচ্চারা এই দুই ভাবেই মায়ের কোলে আসে। একজনরা আসে পেটের মধ্যে। আরেকজনরা আসে ওই ভগবানের বাগান থেকে"।

''ইচ্ছামতী'' গল্পে লেখিকা দেখেছেন, "এক রাজার ছয় ছেলে। রাজার প্রাণে আল্লাদ আর ধরে না। রাজা রাজসভায় বসেন, সভা আলো করে সঙ্গে বসেন ছ-খানি সোনার সিংহাসনে ছয় রাজপুত্র। রাজা বেরোন মৃগয়া করতে, সঙ্গে বেরোন দুখানা তেজী ধবধপে দুধরাজ ঘোড়ায় চড়ে বন আলো করা ছয় রাজপুত্তুর। বনের ছয় কোণে ধেয়ে যান টগবকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ধরে আনেন চিতল-হরিণ, মেরে আনেন ডোরাকাটা বাঘ। রাজার মনেই যেমন গর্ব তেমনি ফুর্তি। ছয় ছেলে তাঁর প্রাণ, তাঁর বুকে নিঃশ্বাস চোখের চাওয়া"।

"উত্তরকাণ্ড গল্পের সর্গ-১" অধ্যায়ে লেখিকা দেখিয়েছেন, "রাম লক্ষণ ভরত ও শত্রুঘ্ন একসঙ্গে রাজবেশে সুসজ্জিত হয়ে চৌদ্দ ঘোড়ার রাজরথে চড়ে শোভাযাত্রায় বেরিয়েছেন। প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে, রাম তো অনেকদিন পরে এসেছেন। চার রাজপুত্র যেখান দিয়ে যাচ্ছেন, প্রজারা ফুল ছুঁড়ে জয়গান গাইছে। একটি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অতি অপরূপ এক মনোহরনকারী সুঘ্রাণ তাঁদের নাকে এল। সঙ্গে সঙ্গে রাম লক্ষণের শরীরের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে ডাক দিলেন, এ কিসের স্বর্গীয় সুবাস ? সুমন্ত্র তো সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চাবুকে হাকড়ে বলে উঠলেন, ছি ছি মহারাজ ! ও কেমন কথা ? ওর সঙ্গে স্বর্গের তুলনা কেন ? ওই গন্ধ মোটেই ভালো গন্ধ নয়। শিগগির নাকে রুমাল চাপা দিন। এটা ম্লেচ্ছপাড়া ও গন্ধ ম্লেচ্ছদের রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে। ওই বাতাস নাকে গেলেও আত্মার ক্ষতি"।

ছোটবেলার ফিরে যেতে কে না ভালোবাসে, ছোটবেলার রূপকথার রাজ্যে মেঘেদের আনাগোনার ভেলায় আট থেকে আশি সকলেই কালের স্রোতে নিজেদের গা ভাসায়। "আমাদের শিশু সাহিত্য ও নবনীতা" নামক ভূমিকায় বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন, "ছোটদের একটি পত্রিকার সঙ্গে এককালে যুক্ত ছিলুম। তখনই বুঝে যাই যে নবনীতা যত সহজে হাসি ফোটাতে পারেন আমাদের শিশু বালক আর কিশোরদের মুখে, এমন আর কেউ না। তাঁর লেখার মধ্যে থাকে এমন ফুরফুরে মেজাজের ছোঁয়া, গুমোট কাটিয়ে বা অক্লেশে নিয়ে নেয় শিশুচিত্তের দখল। এদিকে যেমন অল্পবয়সীরা, তেমনি আমিও তাঁর লেখার অনুরাগী। শুধু আমার কথাই বা বলি কেন, আমারই বয়সী আরও অনেকে। তাহলে আর প্রশ্ন তুলে লাভ কী যে, নবনীতা কাদের লেখক, ছোটদের না বড়দের ? আসলে তাঁর ছোটদের লেখারও এমন জাদু যে, বড়দেরও তা কাছে টানে"।

বইয়ের "এক চাষির তিন মেয়ে", "ছোটোবাবুর জমিদারি পরিদর্শন", ''জীবে দয়া'', ''টগরদিদির ডালিমবোন'', "টুলুরাজকুমারী আর টুবান", "দয়ালু রাজা", "পদ্ম কদম" গল্পগুলি নীল আকাশের ছটা স্বরূপ ছড়িয়ে পড়ে। লালমাটি খুবই যত্ন করে বইটি প্রকাশ করায়, নিখুঁত শব্দ চয়ন ও সুন্দর প্রচ্ছদ ফুটে উঠেছে বইটিতে।

ছোটদের গল্পসম্ভার
নবনীতা দেবসেন
মূল্য ৪০০ টাকা

অনলাইনে ওষুধ কেনার আগে সাবধান

স্মার্টফোনের এক ক্লিকেই আজকাল বাঘের চোখ কিনে ফেলা সম্ভব। আর ওষুধ তো সামান্য ব্যাপার! প্রেসক্রিপশন আপলোড করলেই ওষুধ পৌঁছে যায় দোরগোড়ায়। কিন্তু এই সুবিধার চক্করে কি নিজের বা পরিবারের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে ফেলছেন? চিকিৎসকরা বলছেন, অনলাইন ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনার সময় সস্তা দাম বা ডিসকাউন্টের চেয়ে ওষুধের সঠিক গুণমান যাচাই করা অনেক বেশি জরুরি। অনলাইনে ওষুধ কেনার আগে ৫টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা বা সেফটি চেকের কথা জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

কী ভাবে অর্ডার নেওয়া হচ্ছে তা

বুঝুন অনলাইনে ৩ উপায়ে ওষুধ কেনা যায়সরাসরি সার্চ ওষুধ, প্রেসক্রিপশন আপলোড করে নিজে সার্চ করা, এবং হাতে লেখা প্রেসক্রিপশন আপলোড করা। অনলাইন ফার্মেসি আপনার প্রেসক্রিপশন ডিজিটাল কার্টে পরিবর্তন করার পর মূল প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে নাম, ডোজ ও সংখ্যা মিলিয়ে নিন। অনলাইনের তরফ থেকে কোনও ব্র্যান্ড বিকল্প (Substitute) হিসেবে দেওয়া হলে তা খাওয়ার আগে অবশ্যই নিজের চিকিৎসককে জানান। ছাড় বা ডিসকাউন্ট দেখে প্রলোভিত হবেন না অতিরিক্ত ছাড় মানেই ওষুধটি খারাপ নয়, আবার ছাড়ের লোভে কিছু না দেখে মেডিসিন কেনাও বোকামি। কেনার আগে খেয়াল রাখুন: ওষুধের প্রধান সল্ট ও তার মাত্রা (Strength) ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে মিলছে কি না। ওষুধটি কোনও অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউটর বা ম্যানুফ্যাকচারারের থেকে এসেছে কি না। ওষুধটির মেয়াদের সময়সীমা শেষ হওয়ার খুব কাছাকাছি কি না। কার্ডামম কফি থেকে তিসির চাটনি, ৪০ পেরিয়েও চনমনে থাকার টোটকা দিচ্ছেন রাধিকাওষুধের সঠিক সংরক্ষণ কিছু ওষুধ তাপমাত্রা-সংবেদনশীল (যেমন ইনসুলিন বা নির্দিষ্ট কিছু অ্যান্টিবায়োটিক)। ভুল তাপমাত্রায় রাখলে মেয়াদের আগেই এগুলো কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ডেলিভারির সময় কোল্ড-চেন বজায় রাখা হয়েছে কি না দেখুন। স্ট্রিপ বা প্যাকেটের গায়ে থাকা বারকোড বা কিউআর কোড থেকে সেটির ট্রাভেল হিস্ট্রি চেক করুন। প্যাকেট নয়, কিউআর কোড স্ক্যান করে আসল ওষুধ চিনুন প্যাকেজিং হুবহু আসলের মতো দেখতে হলেও সবসময় ওষুধের গায়ে থাকা কিউআর কোড বা বারকোড স্ক্যান করা উচিত। এটি স্ক্যান করলে প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, ব্যাচ নম্বর , এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ও এক্সপায়ারি ডেট স্পষ্ট দেখা যাবে। স্ট্রিপের সঙ্গে ইনভয়েস মেলান ওষুধ হাতে পাওয়ার পরে এবং খাওয়ার আগে ইনভয়েস বা বিলের সঙ্গে ওষুধটি মিলিয়ে নেওয়া জরুরি। ব্যাচ নম্বর: স্ট্রিপের পিছনের ব্যাচ নম্বর এবং বিলের ব্যাচ নম্বর এক কি না। দাম ও এক্সপায়ারি: প্যাকেটে থাকা এমআরপি ও মেয়াদের তারিখ বিলে উল্লেখিত তথ্যের সঙ্গে মিলছে কি না। প্রতিটি পাতায় চেক: পুরো বাক্সের পরিবর্তে প্রতিটি আলাদা স্ট্রিপে এই ডিটেলস প্রিন্ট করা আছে কি না যাচাই করুন।

বিশ্বকর্মা পুজোয় কেন ঘুড়ি ওড়ানো হয়?

ভাদ্র সংক্রান্তি মানেই শরতের আগমনী সুর এবং শিল্প ও স্থাপত্যের দেবতা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনা। কারখানা থেকে শুরু করে গ্যারেজ, কাজের টেবিল থেকে আইটি অফিসসমস্ত কর্মস্থলে এদিন সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির পুজো করা হয়। তবে বিশ্বকর্মা পুজোর সঙ্গে আরাধনার পাশাপাশি যে আনন্দ উৎসবটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, তা হল ঘুড়ি ওড়ানো। বিশেষ করে বাংলা ও আশপাশের অঞ্চলে এদিন সকাল থেকেই নীল আকাশে ডানা মেলে হরেক রঙের, হরেক আকারের ঘুড়ি। 'ভো কাট্টা'র চিৎকারে মুখরিত হয়ে ওঠে পাড়ার ছাদ থেকে মাঠ-ঘাট। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ঘুড়ি ওড়ানোর এই রেওয়াজ এল কীভাবে? পুরাণে রয়েছে, ভগবান বিশ্বকর্মা হলেন সৃষ্টি, কারিগরি এবং স্থাপত্যের রূপকার। তিনি নির্মাণ করেছিলেন দেবতাদের রথ ও উড়ন্ত বিমান (যেমন পুষ্পক রথ)। প্রাচীন যুগে ঘুড়ি তৈরি করাও ছিল এক অদ্ভুত কারিগরি দক্ষতার নিদর্শন। হালকা বাঁশের কঞ্চি, পাতলা কাগজ এবং নিখুঁত সুতো বেঁধে বাতাসের গতি মেপে ঘুড়ি ওড়ানো এক প্রকারের পদার্থবিদ্যা এবং কারিগরি কৌশল। তাই দেবশিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কারিগরি বিদ্যাকে উদযাপন করার প্রতীক হিসেবেও ঘুড়ি ওড়ানোকে দেখা হয়। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, ১৮ শতকে বাংলা তথা কলকাতার রাজপরিবার এবং জমিদারদের মধ্যে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রাজা নবকৃষ্ণ দেব থেকে শুরু করে পরবর্তীতে লখনউয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের কলকাতায় আগমনের পর এই ঘুড়ি ওড়ানোর শখ আরও ব্যাপ্তি পায়। কারিগর ও শ্রমিকদের ছুটির দিন হওয়ায় বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটিতেই সবাই ছাদে জড়ো হয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতেন, যা কালক্রমে এক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

কীভাবে বুঝবেন মাছে 'ফরমালিন' আছে

বাঙালির পাতে মাছ না থাকলে যেন আহার সম্পন্ন হয় না। তবে এই প্রিয় মাছই এখন অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মাছকে দীর্ঘদিন তাজা দেখাতে এবং পচন রোধ করতে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ব্যবহার করছেন মারাত্মক রাসায়নিক 'ফরমালিন'। শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত এই রাসায়নিক মানবদেহে প্রবেশ করলে পেটের জটিল রোগ, লিভার ও কিডনির ক্ষতি থেকে শুরু করে ক্যান্সারের মতো মারাত্মক ব্যাধি ডেকে আনতে পারে। তবে কিছু সাধারণ সতর্কতা মেনে চললে বাজারেই ফরমালিনযুক্ত মাছ চেনা সম্ভব এবং ঘরে এনেও তা রাসায়নিক মুক্ত করা যায়।

তাজা মাছের চোখ লালচে বা কালচে স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল দেখায়। ফরমালিন দেওয়া মাছের চোখ ঘোলাটে, ভেতরের দিকে বসে যাওয়া বা সাদাটে হয়ে যায়। একইভাবে তাজা মাছের ফুলকো থাকে টকটকে লাল ও আর্দ, অন্যদিকে ফরমালিনযুক্ত মাছের ফুলকো শুকনো, কালচে বা ধূসর দেখায়। তাজা মাছে মিষ্টি ও স্বাভাবিক আঁশটে গন্ধ থাকে। কিন্তু ফরমালিনযুক্ত মাছে আঁশটে গন্ধ প্রায় থাকেই না, বরং ঝাঁঝালো রাসায়নিকের গন্ধ পাওয়া যায়।

বাজারের যে মাছে মাছি বসছে না বা কোনও পোকামাকড় ভিড়ছে না, সেটি ফরমালিনযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। মাছি বা পোকা মাছের স্বাভাবিক পচন ও গন্ধে আকৃষ্ট হয়, যা ফরমালিন থাকলে পুরোপুরি দূর হয়ে যায়।

তাজা মাছের গায়ে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে জায়গাটি ডেবে গিয়ে আবার দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ফরমালিন মেশানো মাছের শরীর শক্ত ও শক্ত কাঠের মতো অনুভব হতে পারে অথবা আঙুলের চাপ দিলে গর্ত হয়ে থেকে যায়। তাজা মাছের গায়ে স্বাভাবিক পিচ্ছিল ভাব (স্লাইম) থাকে, যা ধুলে সহজে যেতে চায় না। ফরমালিনযুক্ত মাছের গায়ের সেই পিচ্ছিল তরল শুকিয়ে যায়।

ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে মাছ ফরমালিন মুক্ত করবেন?

মাছ কাটার পর পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিন। এরপর প্রতি লিটার জলে দুই টেবিল চামচ লবণ মিশিয়ে সেই জলে অন্তত ২০ থেকে ৩০ মিনিট মাছ ডুবিয়ে রাখুন। লবণ জল মাছের উপরিভাগ ও ভেতরে থাকা ফরমালিন দ্রুত টেনে বের করে আনে। এক লিটার জলে এক কাপ ভিনেগার অথবা আধ কাপ লেবুর রস মিশিয়ে তাতে কাটা মাছ ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। অ্যাসিডিক উপাদান ফরমালিনের রাসায়নিক গঠনকে নষ্ট করতে সাহায্য করে।

চাল ধোয়া জলে সামান্য লবণ মিশিয়ে মাছ ১০-১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিন সহজেই দূর হয়।

মাছ রান্নার আগে হালকা গরম জল দিয়ে অন্তত দু-তিনবার ভালো করে ধুয়ে নিন। গরম জল ফরমালিনের মাত্রা প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। সচেতনতাই ফরমালিন বিষক্রিয়া থেকে বাঁচার মূল চাবিকাঠি। মাছ কেনার সময় তাড়াহুড়ো না করে চোখ, ফুলকো ও গন্ধ পরীক্ষা করে কেনা এবং বাড়িতে এনে সঠিকভাবে রাসায়নিক মুক্ত করে রান্না করাই স্বাস্থ্য সুরক্ষার একমাত্র উপায়।

খালি পেটে থাইরয়েডের ওষুধ খেয়ে জল খাবারে কী খাবেন

থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগলে ওষুধ না খেয়ে উপায় নেই। থাইরক্সিন হরমোনের ভারসাম্য বজায় না রাখলে শরীরের ইমিউনিটি কমে যাবে, ওজন কমবে বা বাড়বে এবং নানা সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু শুধু ওষুধের উপর ভরসা রাখলে চলবে না। থাইরয়েডেও খাওয়াদাওয়া নিয়ে সচেতন থাকা দরকার। সাধারণত থাইরয়েডে কপি জাতীয় সব্জি এবং সয়াজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। তবে শরীরে জিঙ্ক, আয়োডিন, কপার, আয়রনের চাহিদাও থাকে। তাই ব্রেকফাস্টে সঠিক খাবার রাখা দরকার।

ব্রেকফাস্ট শরীরে পুষ্টি এবং শক্তি জোগায়। আর দিনের শুরুটা ভালো হলে, সারাদিনই ফুরফুরে মেজাজে কাটে। তাই ব্রেকফাস্টে প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন এবং মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার রাখার চেষ্টা করুন। কী কী রাখবেন, রইল টিপস। থাইরয়েডের রোগীরা ব্রেকফাস্টে কী ধরনের খাবার খেতে পারেন? প্রোটিন: ডিম, পনির, টকদই, মুগ ডালবা বেসনের গোলারুটি বা চিলা, অঙ্কুরিত ছোলা বা কলাই ইত্যাদি বেছে নিতে পারেন। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ডাল বা কলাই সিদ্ধও সকালে খাওয়া যায়।

ফাইবার: ময়দার তৈরি খাবার একেবারে এড়িয়ে চলুন। ব্রেকফাস্টে দানাশস্য রাখার চেষ্টা করুন। ওটস, ডালিয়া, মাল্টিগ্রেন রুটি ইত্যাদি খেতে পারেন। সঙ্গে ফল এবং সব্জি রাখতে ভুলবেন না। আয়োডিন: থাইরয়েডের রোগীদের ক্ষেত্রে এই উপাদান অত্যন্ত জরুরি। আর এই উপাদান মিলবে ডিম, মাছ, ডাল এবং বাদামে। আয়োডিন যুক্ত নুনও স্বাদমতো ব্যবহার করতে পারেন। কোন ধরনের খাবার সকালে এড়িয়ে চলবেন? চা-কফি খেয়ে দিন শুরু না করাই ভালো। থাইরয়েডের কিছু ওষুধ আছে যা খালি পেটে খেতে হয়। আবার কিছু ওষুধ আছে, যা ব্রেকফাস্টের পরে খাওয়ার পরামর্শ দেন। তাই সকালের জলখাবার নিয়ে সচেতন থাকা দরকার। তবে যে কোনও একটি খাবার T৩ এবং T৪-এর ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। এর জন্য দরকার সুষম আহার। তাই ব্যালান্সড ডায়েট ভীষণ জরুরি। ১. থাইরয়েডের রোগীরা ব্রেকফাস্টে কী খেতে পারেন? ডিম, পনির, টকদই, মুগ ডাল, বেসনের চিলা, অঙ্কুরিত ডাল, ওটস, ডালিয়া ও ফল-সব্জি খেতে পারেন। ২. থাইরয়েড থাকলে কি কপি জাতীয় সব্জি একেবারে বাদ দিতে হবে? সাধারণ পরিমাণে রান্না করা কপি জাতীয় সব্জি বেশির ভাগ মানুষের জন্য একেবারে নিষিদ্ধ নয়। তবে ব্যক্তিগত পরিস্থিতি অনুযায়ী চিকিৎসক বা ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নেওয়া ভালো। ৩. থাইরয়েডের জন্য আয়োডিন কেন গুরুত্বপূর্ণ? থাইরয়েড হরমোন তৈরিতে আয়োডিন প্রয়োজন। তবে অতিরিক্ত আয়োডিনও সমস্যা তৈরি করতে পারে, তাই প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা উচিত। ৪. সকালে চা-কফি খাওয়া কি থাইরয়েডের রোগীদের জন্য ক্ষতিকর? চা-কফি নিজে থেকে সবার জন্য নিষিদ্ধ নয়। তবে থাইরয়েডের কিছু ওষুধ খালি পেটে নিতে হয় এবং ওষুধের শোষণে খাবার-পানীয়ের সময় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই ওষুধ খাওয়ার পর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন, চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলুন। ৫. কোনও একটি খাবার কি T3 G T4-এর ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে? না। কোনও একক খাবার থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্য ঠিক করে দিতে পারে না। প্রয়োজন ওষুধের পাশাপাশি ব্যক্তির উপযোগী সুষম খাদ্যাভ্যাস।

চা ,কফি ছাড়া কিছু খাবার গরম খেলে পুড়ে যাবে খাদ্যনালী

গরম চা খেয়ে চলতি বছরের জুলাইতে মৃত্যু হয় রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র দীপ্তাংশু মাহাতোর। খুব গরম চা গলায় ঢালায় পুড়ে যায় দীপ্তাংশুর খাদ্যনালী ও শ্বাসনালীর সংযোগস্থল ল্যারিঙ্গ। সেখানে এমন প্রদাহ হয় যে প্রাণ হারায় বছর সতেরোর দীপ্তাংশু। অতিরিক্ত গরম পানীয় যে প্রাণ কেড়ে নিতে পারে তা চোখে আঙুল দিয়ে বাঙালিকে দেখিয়েছে দীপ্তাংশুর ঘটনা। তবে এ ঘটনা বিরল নয়। সাধারণত একটু গরম পানীয়তে চুমুক দিলেই মুখ, জিভ, গাল, এমনকী গলা পুড়ে যায়। তবে ভয় এখানেই আটকে না। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, অত্যধিক গরম পানীয় খেলে খাদ্যনালীর ক্যান্সারের ঝুঁকি প্রায় তিন গুণ বেড়ে যায়। 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার'-এর তরফে বলা হয়েছে, ৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রার খাবার খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। আর এটা যে শুধুই গরম পানীয় খেলে হয়, তা কিন্তু নয়। কোন কোন গরম খাবার খেলে খাদ্যনালীর ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে? রুটি এবং পরোটা: চাটু থেকে নামিয়েই গরম রুটি এবং পরোটা মুখে পুড়ে দেওয়ার ভুল করবেন না। এতে গাল পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। রুটি-পরোটা একটু ঠান্ডা করে নিয়েই খাওয়া ভালো। শিঙাড়া-কচুরি: এই সব ডুবো তেলে ভাজা খাবার গরম খেতেই ভালো লাগে। কিন্তু এগুলো গরম খাওয়ার অভ্যাস স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। গরম শিঙাড়া-কচুরি ভেঙে নিন। ভিতর থেকে গরম ভাপ বেরিয়ে গেলে তারপরে খান। ডাল-স্যুপ: যে কোনও পানীয় গরম অবস্থায় খাওয়া উচিত নয়। যে কোনও স্যুপ, ডাল অল্প ঠান্ডা করেই খাওয়া ভালো। সহনীয় না হলে এড়িয়ে চলুন। ইডলি-ধোকলা: যে সব খাবার ভাপে রেখে তৈরি করা হয়, সেগুলো ঠান্ডা করে খান। ইডলি-ধোকলার মতো খাবারের মধ্যে ভাপ আটকে থাকে। গরম অবস্থায় সেগুলো খেলে খাদ্যনালী পুড়ে যেতে পারে। গরম খাবার কী ভাবে খাদ্যনালীর ক্ষতি করে?

একদিন গরম খাবার খেলেই যে খাদ্যনালী ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়বে, এমনটা নয়। কিন্তু দিনের পর দিন গরম খাবার খেলে সমস্যা দেখা দেবেই। খাদ্যনালী অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়। বার বার তাপের সংস্পর্শে এলে প্রদাহ তৈরি হয়। আর এই প্রদাহই ভবিষ্যতে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। ১. কতটা গরম খাবার বা পানীয় বিপজ্জনক? IARC এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, ৬৫°C-এর বেশি তাপমাত্রার পানীয়কে 'ভেরি হট' বলা হয়। নিয়মিত এমন পানীয় খাওয়ার সঙ্গে খাদ্যনালীর ক্যান্সারের যোগ পাওয়া গেছে।

২. গরম চা খেলেই কি ক্যান্সার হবে? না। এক বার গরম চা খেলেই ক্যান্সার হয় না। ঝুঁকির বিষয়টি মূলত নিয়মিত খুব গরম পানীয় খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। IARC-ও নির্দিষ্ট কতটা পানীয় খেলে ক্যান্সার হবে, তা জানায়নি।

৩. গরম খাবার কী ভাবে খাদ্যনালীর ক্ষতি করতে পারে? অতিরিক্ত তাপ খাদ্যনালীর আবরণে বার বার আঘাত ও তাপজনিত ক্ষতি করতে পারে। দীর্ঘদিনের এমন ক্ষতির সঙ্গে ক্যান্সারের ঝুঁকির যোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ৪. কোন কোন খাবার খাওয়ার আগে ঠান্ডা করে নেওয়া ভালো? চা, কফি, স্যুপ, ডাল, সদ্য তৈরি রুটি-পরোটা এবং ভাজা খাবার খাওয়ার আগে কিছুটা ঠান্ডা করে নেওয়া ভালো। ৫. খুব গরম খাবার খাওয়ার অভ্যাস কী ভাবে বদলাবেন? চা বা খাবার পরিবেশনের পর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন এবং মুখে দেওয়ার আগে তাপমাত্রা সহনীয় কি না দেখে নিন। বিশেষ করে মুখ বা জিভ বার বার পুড়ে যাওয়ার মতো গরম খাবার এড়িয়ে চলুন।

একটার পর একটা হাঁচি হয়েই চলেছে কীভাবে বন্ধ করবেন

হাঁচি ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। ধরুন, অফিসের কোনও গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে বা বাসে করে কোথাও যাচ্ছেন, হঠাৎ শুরু হল হাঁচি! একবার শুরু হলে যেন আর থামতেই চায় না। আশেপাশের লোক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে, আর আপনি রুমালে মুখ ঢেকে নাজেহাল। ধুলোর অ্যালার্জি হোক বা মরসুম বদলের সর্দি, এই টানা হাঁচির চোটে অনেকেই খুব বিরক্ত হন। কিন্তু জানেন কি, হাতের কাছে থাকা কয়েকটি সহজ টোটকাতেই এই মুশকিল আসান হতে পারে? ওষুধের পিছনে না ছুটে, বাড়িতে বসেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

কী কী করবেন? স্নায়ুকে বোকা বানানোর কৌশল

নাকের সঙ্গে মস্তিষ্কের সরাসরি যোগ রয়েছে। যদি নার্ভ বা স্নায়ুর মনোযোগ ঘুরিয়ে দিতে পারেন, তবে হাঁচি থেমে যেতে পারে। টাকরায় সুড়সুড়ি: জিভের ডগা দিয়ে মুখের ভেতরের উপরের অংশে (টাকরায়) কয়েক সেকেন্ড আলতো করে চেপে ধরে রাখুন। এতে স্নায়ু বিভ্রান্ত হয় আর হাঁচির সংকেত আটকে যায়। মজার কথা বলা: 'জলে চুন তাজা, তেলে চুল তাজা' এই ধরনের টাং টুইস্টার বারবার বলতে পারেন। এগুলো বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে যায়, ফলে মস্তিষ্কের মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায় আর হাঁচিও উধাও হয়। গন্ধে ও স্বাদ: অনেক সময় তীব্র গন্ধ বা স্বাদ শ্বাসনালীকে আরাম দেয়। ইউক্যালিপটাস তেল: এই তেলের গন্ধ নাকের পথ পরিষ্কার করতে দারুণ কাজ করে। রুমালে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল নিয়ে বারবার শুঁকতে থাকলে হাঁচির বেগ দ্রুত কমে আসে। মধুর গুণ: এক চামচ খাঁটি মধু গিলে খেলে গলার খসখসে ভাব দূর হয়। সর্দি বা অ্যালার্জির কারণে হওয়া হাঁচি থামাতে মধু খুব উপকারী। শারীরিক কায়দায় হাঁচি রোধ করবেন কীভাবে? শরীরের কিছু নির্দিষ্ট পেশির নড়াচড়াতেও হাঁচি আটকে দেওয়া যায়।

নাক সিটকানো: হঠাৎ কোনও খারাপ গন্ধ পেলে আমরা যেমন নাক সিটকাই, ঠিক তেমন ভঙ্গি করুন। এই সাধারণ পেশির নড়াচড়াতেও হাঁচি আটকে যেতে পারে। ভ্রুর মাঝখানে চাপ: দুই ভ্রুর ঠিক মাঝখানে আঙুল দিয়ে হালকা চাপ দিয়ে মালিশ করলে অনেক সময় হাঁচির অনুভূতি কমে যায়।

ভাপ নেওয়ার পুরনো পদ্ধতি ঠান্ডা লেগে হাঁচি হলে গরম জলের ভাপ নেওয়ার চেয়ে ভালো উপায় আর নেই। ফুটন্ত গরম জলের ওপর তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে ভাপ নিলে নাকের ভেতরের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। সর্দি গলে বেরিয়ে আসে, আর হাঁচির সমস্যাও দূর হয়। জোর করে সব হাঁচি আটকে রাখা ঠিক নয়। একটানা বিরক্তিকর হাঁচি শুরু হলে এই কৌশলগুলো আপনার অবশ্যই কাজে আসবে। তবে এই টোটকা তাৎক্ষণিক কাজ করবে। বারবার এই সমস্যার সম্মুখীন হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

প্রধানমন্ত্রীর ৭৫তম জন্মদিনে প্রদীপের আলোয় আলোকিত বিলোনিয়া, বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে ‘আশীর্বাদ কা দিয়া’

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল বিলোনিয়া। সেবা সংকল্প অভিযানের অঙ্গ হিসেবে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয় বিশেষ ‘আশীর্বাদ কা দিয়া’ কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় জ্বালানো হয় শত শত প্রদীপ।

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া সেবা সংকল্প অভিযান চলবে আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে স্বচ্ছতা অভিযান, রক্তদান শিবিরসহ বিভিন্ন জনসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিজেপি মণ্ডলের পাশাপাশি সরকারি দপ্তরের উদ্যোগেও এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

বিলোনিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি (আইএএস), মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায়, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতির্ময় দাস, সমাজসেবী দ্বীপায়ন চৌধুরী, মণ্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ নীতির উল্লেখ করে দরিদ্র মানুষের জন্য আবাসন, শৌচাগার নির্মাণসহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী দলমত নির্বিশেষে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যে ত্রিপুরায় রেল পরিষেবা সম্প্রসারণের প্রসঙ্গও উঠে আসে। পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় উপস্থিত সকলকে একটি করে প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান জানান মন্ত্রী। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে একের পর এক প্রদীপ জ্বলে ওঠে। শত শত প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে পুরো মাঠ, তৈরি হয় আবেগঘন পরিবেশ।

গণেশ বন্দনায় বিলোনিয়া বিজেপি মণ্ডল পাঁচ শতাধিক মহিলার হাতে বস্ত্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর: গণেশ পূজাকে কেন্দ্র করে এবারও সেবামূলক কর্মসূচিতে সামিল হল বিলোনিয়া বিজেপি মণ্ডল। মঙ্গলবার থেকে বিলোনিয়া মণ্ডল কার্যালয় তথা দক্ষিণ জেলা অটল ভবন প্রাঙ্গণে জাঁকজমকপূর্ণভাবে শুরু হয়েছে গণেশ পূজা। বৃহস্পতিবার ছিল পূজার দ্বিতীয় দিন। এদিন সন্ধ্যায় মণ্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্তের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বস্ত্রদান কর্মসূচির।

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, মঙ্গল আরতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী এই গণেশ পূজা পালিত হচ্ছে। দ্বিতীয় দিনের বস্ত্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ সহ জেলা ও মণ্ডল স্তরের নেতৃত্বরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃত্বদের বক্তব্যের পর শুরু হয় বস্ত্রদান কর্মসূচি। মণ্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত মহিলাদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন। এদিন পাঁচ শতাধিক মহিলার হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

বিলোনিয়া মণ্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিন দিনব্যাপী কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আগামী দিনেও যাতে দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বস্ত্র বিতরণসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করা যায়, সেই প্রার্থনা গণেশ ঠাকুরের কাছে করা হয়েছে। পাশাপাশি সকলের কল্যাণ কামনা করেন তিনি।গণেশ পূজাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই বস্ত্রদান কর্মসূচিতে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। পূজা ও সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকার বার্তাই তুলে ধরা হয় এদিন।

‘নীরবতা ভাঙি, কথা বলি, জীবন বাঁচাই’ বিলোনিয়ায় আত্মহত্যা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে বুধবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের মেন্টাল কাউন্সেলিং শাখা ও বিলোনিয়া হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে এবং বিলোনিয়া সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারের সহযোগিতায় ‘নীরবতা ভাঙি, কথা বলি, জীবন বাঁচাই’ শীর্ষক এক বিশেষ সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভার মূল লক্ষ্য ছিল আত্মহত্যা সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত নীরবতা ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করা, মানসিক সংকটে থাকা মানুষের প্রতি সহমর্মী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সময়মতো প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কলেজের মেন্টাল কাউন্সেলিং শাখার কাউন্সেলর অধ্যাপক অভিজিৎ চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আত্মহত্যা প্রতিরোধে সচেতনতার পাশাপাশি সংকটে থাকা একজন মানুষের কথা মন দিয়ে শোনা এবং তাঁকে একা না ছাড়ার মানসিকতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

কলেজের শিক্ষক সংসদের সচিব অধ্যাপক মনিশ প্রশাদ আত্মহত্যা প্রতিরোধে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরিবার ও সমাজের সম্মিলিত ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মানসিক চাপ বা সংকটের সময় নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করতে এবং প্রয়োজনে সহায়তা নিতে তিনি শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন।

বিলোনিয়া হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. মৃত্যুঞ্জয় বনিক মানসিক সংকট ও আত্মহত্যার ঝুঁকির বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, হতাশা বা মানসিক সমস্যাকে অবহেলা না করে প্রয়োজনে চিকিৎসক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সময়মতো সহায়তা গ্রহণের ওপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন।

রিসোর্স পার্সন ডা. সুমন দাস মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মানসিক সমস্যাকে দুর্বলতা বা লজ্জার বিষয় হিসেবে না দেখে মানবিক ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পরিবার, বন্ধু এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারের ইনচার্জ শ্রীমতী শিপ্রা মজুমদার দেব নারী ও কিশোরীদের বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক সংকটে সহায়তা পাওয়ার সুযোগ এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। সংকটের সময় নীরব না থেকে উপযুক্ত সহায়তা গ্রহণের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

পরিশেষে কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাস বলেন, ‘‘আত্মহত্যা প্রতিরোধ শুধু চিকিৎসাক্ষেত্রের দায়িত্ব নয়, এটি আমাদের সকলের সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব। একজন মানুষকে বিচার না করে তাঁর কথা মন দিয়ে শোনা, তাঁর পাশে থাকা এবং প্রয়োজনে সঠিক সহায়তার কাছে পৌঁছে দেওয়াই হতে পারে জীবন রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।’’ তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিরাপদ, সহমর্মী ও ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আলোচনা সভায় কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক, ছাত্রছাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সমগ্র কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উঠে আসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তাআত্মহত্যা নিয়ে নীরবতা নয়, প্রয়োজন কথোপকথনের; বিচার নয়, প্রয়োজন সহমর্মিতার। সংকটের মুহূর্তে একা না থেকে প্রয়োজন পাশে থাকা। অনুষ্ঠানের বার্তা ছিল, ‘‘কথা বলুন, শুনুন, পাশে থাকুনজীবন বাঁচান।’’

আজমের মেয়র নির্বাচন ঘিরে কংগ্রেসের ৩৭ কাউন্সিলর ও ৫ নির্দলকে বেঙ্গালুরু পাঠানো হল

আজমের, ১৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ২১ সেপ্টেম্বরের আজমের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনকে সামনে রেখে নিজেদের শিবির ঐক্যবদ্ধ রাখতে ৩৭ জন কংগ্রেস কাউন্সিলর এবং পাঁচজন নির্দল কাউন্সিলরকে বেঙ্গালুরু পাঠিয়েছে কংগ্রেস। প্রাক্তন আরটিডিসি চেয়ারম্যান ধর্মেন্দ্র রাঠোরের নেতৃত্বে মোট ৪২ জন কাউন্সিলর বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে রয়েছেন।

রাঠোর জানিয়েছেন, কাউন্সিলররা ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেঙ্গালুরুতে থাকবেন। এরপর ২১ সেপ্টেম্বর মেয়র নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য তাঁরা আজমেরে ফিরবেন।

প্রথমে কংগ্রেসের নির্বাচিত কাউন্সিলরদের পুষ্করে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হয়েছিল। পরে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁদের বেঙ্গালুরুতে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

আজমের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে মোট ৮০টি ওয়ার্ড রয়েছে। এর মধ্যে কংগ্রেস ৩৭টি, বিজেপি ৩২টি এবং নির্দল প্রার্থীরা ১১টি আসনে জয় পেয়েছেন। মেয়র নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ৪১টি ভোট প্রয়োজন। ফলে নির্দল কাউন্সিলরদের সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।কংগ্রেসের দাবি, পাঁচজন নির্দল কাউন্সিলর তাদের সমর্থন করছেন। অন্যদিকে, মেয়র নির্বাচনের আগে দুই প্রধান দলই নির্দল কাউন্সিলরদের সমর্থন নিজেদের দিকে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মেয়র পদে কংগ্রেস ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কিরণ গড়ওয়ালকে প্রার্থী করেছে। বিজেপি ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনামিকা শর্মাকে প্রার্থী করেছে। বুধবার দুই প্রার্থীই মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। ফলে মেয়র পদে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে।

কিরণ গড়ওয়াল জানিয়েছেন, মহিলাদের নিরাপত্তা তাঁর অন্যতম অগ্রাধিকার হবে। পাশাপাশি যুবকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও খেলাধুলার মাঠের উন্নয়ন এবং আজমেরের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরির কথাও বলেছেন তিনি।

ধর্মেন্দ্র রাঠোর জানিয়েছেন, কংগ্রেস কাউন্সিলরদের ওপর চাপ তৈরির আশঙ্কা থেকেই তাঁদের অন্যত্র সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি কংগ্রেসের কাউন্সিলরদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তবে এই অভিযোগগুলি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এবং স্বাধীনভাবে তা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।২১ সেপ্টেম্বর আজমের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৮০ জন নির্বাচিত কাউন্সিলর মেয়র নির্বাচনে ভোট দেবেন। ওই দিনই ফলাফল ঘোষণা হওয়ার কথা।

GEN-ELECTION TO MUNICIPALITIES, 2026
DRAFT PUBLICATION OF THE LIST POLLING STATIONS
NAME OF MUNICIPALITY:
Kailashahar Municipal Council
Kumarghat Municipal Council

NOTICE

In pursuance of the provision of Rule 7 of the Tripura Municipalities (Registration of Electors) Rules, 1995, I, the District Municipal Election Officer (District Magistrate & Collector), Unakoti District hereby provide for the constituencies (Wards) of Kailashahar / Kumarghat Municipal Council, the Polling Stations specified in the appended list for the polling areas or groups of voters noted against each for election of a member of Kailashahar / Kumarghat Municipal Council and publish as draft inviting objections and suggestions during the period from 17/09/2026 to 21/09/2026. The copies of draft list of Polling Stations will be available for inspection at the Notice Board of the Office of the District Magistrate & Collector, concerned Sub-Divisional Magistrate's office, concerned Municipal Council/concerned Tehshil Office, during the period.

District Municipal Election Officer
(District Magistrate & Collector)
ICA/D-1005/26 **Unakoti District: Kailashahar**

: NOTICE:

In pursuance to the Order of State Election Commission Vide No.F.1(5)/SEC/MUNC/GEN-ELEC/2026/8006-12 dated 14.09.2026 the Draft List of Polling Stations for forthcoming Urban Local Body Election-2026 have been published by The District Municipal Election Officer (DM & Collector), Khowai, on 17.09.2026 vide No. NO.F.XIV(1)/DM/KH/ELEC/MC/2025/2069 & No. NO.F.XIV(1)/DM/KH/ELEC/MC/2025/2070
dated 17.09.2026.
The details of the same may be viewed at https://khowai.nic.in/document/draft-publication-list-polling-stations-kmc/ & https://khowai.nic.in/document/draft-publication-list-polling-stations-tmc/

Sd/-
District Municipal Election Officer
(District Magistrate & Collector)
ICA/D-999/26 **Khowai District,Tripura.**

P'NIET No.:- 101/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Dated:- 11/09/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized service dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No :	69/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Estimated Cost :	Rs. 3,33,190.00
Time of Completion :	372 Days
Bid Fee:	Rs.1,000
Earnest Money :	Rs. 6,664
Last date and time of submission of Bid :	22/09/2026 15:00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-1972/26 **Executive Engineer**
Mechanical Division, Tripura

রক্তদানের কোন বিকল্প নেই রামপদ জমাতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: সেবা সংকল্প অভিযান কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ খোয়াইয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা কার্যালয়ের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা কার্যালয়ের অফিস কক্ষে প্রদীপ জ্বেলে আনুষ্ঠানিকভাবে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া। উদ্বোধক হিসেবে অধ্যক্ষ শ্রীজমাতিয়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রক্তদান হল মহৎ দান। এ দানের কোন বিকল্প নেই। মানুষের কল্যাণে রক্তদানে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত), পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথ শর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীর কুমার দাস, এডিএম অভেদানন্দ বৈদ্য, জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা আধিকারিক সুজিত দাস প্রমুখ। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে মোট ১৭ জন রক্তদান করেন।

দেশের কল্যাণে এবং উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে: বিধানসভার অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: খোয়াই জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় জিলা পরিষদ মাঠ প্রাঙ্গণে সেবা সংকল্প অভিযান কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ সন্ধ্যায় আশীর্বাদ কা দিয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যা ৭টায় আনুষ্ঠানিকভাবে আশীর্বাদ কা দিয়া প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহরায় দত্ত, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, জিলা পরিষদের সদস্য অনুকূল দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাস্টিন জোসেফ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীর কুমার দাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেন। পাশাপাশি দেশের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর ২৫ বছরের জনসেবামূলক বিভিন্ন কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশের কল্যাণে এবং উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অনুষ্ঠানে সেবা প্রকল্প অভিযান বিষয়ক একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথশর্মা।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T-No: 14/EE/DIV-III/AMC/2026-27, **Dated: 14/09/2026**

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works(S):-

Sl No.	Name of the Work	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion	Last time and date of Submission
1	Construction of paver block road from H.O. Nira Das to H.O Shyama Pada Debtroy adjacent to Dukli Bankumari,under ward No.45,AMC **DNIeT No.34/EE/Div-III/AMC/2026-27.**	Rs. 4,94,905	Rs. 9,918	120 Days	29/09/2026 At 15.00 Hrs
2	Construction of paver block road and drain with slab from the H.O Nipendra Karmakar 10 H.O Sisir Kr Roy near Badharghat near petrol pump at Badharghat under ward No 45 AMC. **DNIeT No.35/EE/Div-III/AMC/2026-27.**	Rs. 6,22,072	Rs. 12,444	90 Days	
3	Construction of C.C road & its allied work from H.O Abhijit Mallik to H.O Chandan Das and others at School para, under ward No.47 AMC **DNIeT No.36/EE/Div-III/AMC/2026-27.**	Rs. 19,30,835	Rs. 38,617	120 Days	

TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE: 22-09-2026.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

NOTICE INVITING e-TENDER
F.3(410)/AGMC & GBPH/S&P/SASCI/Dermatology/2026-27
E-Tender for Procurement of various Equipment's for use in the Department of Dermatology, AGMC & GBP Hospital, Agartala.

E-Tender is hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & HOD, AGMC& GBP Hospital, Agartala from resourceful, experienced bonafide renowned licensed Manufacturers or their Authorized distributor/supplier for "Procurement of various Equipment's for use in the Department of Dermatology, AGMC & GBP Hospital, Agartala."
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in).

Important dates related to tender
The last date/time of submission 09/10/2026 up to 06:00 pm.
Date of Pre-bid Meeting: 22.09.2026 from 01.00 pm
Venue of Pre-bid meeting: Council Room, AGMC&GBP Hospital, Agartala
All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal. So, bidders are requested to update themselves from the e procurement web portal only.

ICA/C-1977/26 **Medical Superintendent and Head of Department**
AGMC & GBP Hospital, Agartala

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে মহাবীর চা বাগানে মেগা অয়েল পাম প্ল্যান্টেশনের সূচনা

কমলপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কমলপুর-সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের মহাবীর চা বাগানের বিস্তীর্ণ পরিত্যক্ত টিলা ভূমিতে মেগা অয়েল পাম প্ল্যান্টেশনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গা চৌমুহনী কৃষি তত্ত্বাবধায়কের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্ল্যান্টেশনের সহায়তায় ছিল গোদরেজ কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড।

বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় মহাবীর চা বাগানে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মেগা অয়েল পাম প্ল্যান্টেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, এগ্রি ট্রেনিং কমিটির প্রেসিডেন্ট দীপ্তি রক্ষিত, হর্টিকালচারের জয়েন্ট ডিরেক্টর শান্তনু দেববর্মা সহ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে অতিথিরা মহাবীর চা বাগানের বিস্তীর্ণ টিলা ভূমিতে অয়েল পামের চারা রোপণ করেন। পরিত্যক্ত জমিকে কৃষিকাজের আওতায় এনে উৎপাদনশীল করে তোলার পাশাপাশি অয়েল পাম চাষের মাধ্যমে কৃষকদের আয়ের নতুন সুযোগ তৈরির বিষয়টি অনুষ্ঠানে গুরুত্ব পায়। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল এবং বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথাও তাঁরা উল্লেখ করেন।

মহাবীর চা বাগানের বিস্তীর্ণ পরিত্যক্ত টিলা ভূমিতে অয়েল পাম চাষের এই উদ্যোগ আগামী দিনে কৃষি উৎপাদন ও কৃষকদের আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিতরা।

নির্বাচনের খসড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ সেপ্টেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ধর্মনগর পুর পরিষদ এবং পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতে সাধারণ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের জন্য খসড়া ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকা জেলা পুর নির্বাচন অফিসার তথা জেলাশাসকের অফিস, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের অফিস, ধর্মনগর পুর পরিষদের অফিস, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত অফিস এবং সংশ্লিষ্ট তহশিল অফিসগুলিতে দেখতে পাওয়া যাবে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, খসড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হিসেবে কোন দাবি বা আপত্তি থাকলে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এর মধ্যে তা লিখিতভাবে জানাতে হবে। দাবি ও আপত্তিগুলি নিষ্পত্তি করা হবে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে।

এদিকে, চগোমতী জেলার অন্তর্গত উদয়পুর পুর পরিষদ এবং অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের সাধারণ নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। গোমতী জেলার জেলাশাসক জানিয়েছেন, জেলা পুরনির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, উদয়পুর এবং অমরপুর মহকুমার মহকুমা শাসকের কার্যালয়, উদয়পুর পুর পরিষদের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসারের কার্যালয়, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অফিসারের কার্যালয় এবং আরকেপুর তহশিল কাছারি ও অমরপুর তহশিল কাছারিতে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের খসড়া তালিকা দেখতে পাওয়া যাবে।

উদয়পুর পুর পরিষদের ওয়ার্ড রয়েছে ২৩টি এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ৩৫টি। অমরপুর নগর পঞ্চায়েতে ওয়ার্ড রয়েছে ১৩টি এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ১৩টি। এবিষয়ে কোন দাবী বা আপত্তি থাকলে তা আগামী ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এর মধ্যে লিখিতভাবে জমা দিতে হবে।

নন্দীগ্রামে ছয়মুখী লড়াই, নজর দ্বিতীয় স্থানে

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচনে ছয়মুখী লড়াই হতে চলেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নন্দীগ্রামে মূল লড়াইয়ের পাশাপাশি দ্বিতীয় স্থানে কে থাকবেন, তা নিয়েও জোরদার আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরদুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হন। ভবানীপুরে তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে ওই আসনটি ধরে রাখেন। ফলে নন্দীগ্রাম আসনটি শূন্য হওয়ায় সেখানে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়।

শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নন্দীগ্রামে প্রার্থী করেছে হাসিরানি রথকে। তিনি শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথের মা। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই ৬ মে উত্তর ২৪ পরগনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় চন্দ্রনাথ রথের। ফলে হাসিরানি রথের প্রার্থিতা ঘিরে প্রচারে আবেগের বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে।

কলকাতার এক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের বক্তব্য, চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই শুভেন্দু অধিকারীর প্রভাবের কারণে নন্দীগ্রাম বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। হাসিরানি রথকে প্রার্থী করার ক্ষেত্রে সহানুভূতির বিষয়টিও বিজেপির অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে বলে তাঁর দাবি। তাঁর মতে, এখন প্রশ্ন হল, বিজেপি-বিরোধী প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কতটা ভোট পেয়ে জামানত রক্ষা করতে পারেন।

হাসিরানি রথ ছাড়াও নন্দীগ্রামে পাঁচ প্রধান প্রার্থী রয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের ‘মূল কিন্তু সংখ্যালঘু’ শিবিরের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে। অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন ‘বিদ্রোহী কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ’ শিবিরের প্রার্থী এহতেশামুল হক। এছাড়া সিপিআইয়ের শান্তি গোপাল গিরি, কংগ্রেসের মিলন প্রধান এবং অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট (এআইএসএফ)-এর মহম্মদ সাবি মিরাজ আলি খান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরএই দুই বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন হবে। ভোটের ফল ঘোষণা করা হবে ৯ অক্টোবর।দুই গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে সেই উদ্যোগ সফল হয়নি। জানা গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কংগ্রেস রেজিনগর কেন্দ্রে প্রার্থী না দিলে তৃণমূল নন্দীগ্রাম থেকে তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করবে। কিন্তু কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সেই প্রস্তাব গ্রহণ না করায় দুই কেন্দ্রেই বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চিত হয়েছে।

বক্সনগরে জেসিবি দিয়ে তল্লাশি, ১২ ড্রাম থেকে উদ্ধার ২১৪ কেজি শুকনো গাঁজা

বক্সনগর, ১৭ সেপ্টেম্বর: বক্সনগর ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন ডেলানিয়া এলাকার গভীর জঙ্গলে মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে মোট ১২টি গাঁজা ভর্তি ড্রাম থেকে প্রায় ২১৪ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তির নাম সোহেল মিয়া। তাঁর বাড়ি বক্সনগরের দক্ষিণপাড়ায় বলে জানা গেছে।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকেই বক্সনগর ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন দুর্গম জঙ্গল এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান শুরু হয়। ঘন জঙ্গল এবং বিভিন্ন স্থানে মাদকদ্রব্য লুকিয়ে রাখার সম্ভাবনা থাকায় সাধারণ তল্লাশির পাশাপাশি জেসিবি মেশিন ব্যবহার করে সন্দেহজনক বিভিন্ন স্থান ও মাটির অংশ খুঁড়ে তল্লাশি চালানো হয়।
অভিযান চলাকালীন জঙ্গলের বিভিন্ন স্থান থেকে একের পর এক গাঁজা ভর্তি ড্রাম উদ্ধার হতে থাকে। পরে উদ্ধার করা গাঁজার ওজন করে মোট ২১৪ কেজি শুকনো গাঁজা পাওয়া যায় বলে জানা গেছে।
এই যৌথ অভিযানে অংশ নেয় নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো, সিপাহীজলা জেলা পুলিশ, কলমচৌড়া থানা, বিএসএফ এবং বক্সনগর বনদপ্তরের কর্মীরা। একাধিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও মাদকবিরোধী সংস্থার সমন্বয়ে পরিচালিত এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।
ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস এবং তা কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, সেই বিষয়গুলিও তদন্ত করে দেখছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি।

সিধাইয়ে গাঁজা চাষ বিরোধী

● **আটের পাতার পর** রোপণে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গাঁজা চাষ আইনত নিষিদ্ধ হওয়ায় এর বিরুদ্ধে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে।
সিধাই থানা এলাকায় গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। গাঁজা চাষ ও এর সঙ্গে যুক্ত কার্যকলাপ বন্ধ করতে আইনানুগভাবে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

করবুক মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ

● **আটের পাতার পর** এক সঙ্গে জমায়েত হতে পারবেন না।
উল্লেখিত সময়ে করবুক মহকুমার মহকুমা শাসকের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী, সিআরপিএফ এবং বিএসএফ-এর কর্মীরা ছাড়া কেউ লাঠি, আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনও অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে পারবেন না। সরকারি কাজে নিয়োজিত পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৩০০ মিটারের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিগণ এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিএনএসএস-২০২৩-এর ২২৩ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশালগড়ে ফের চুরির ঘটনা, স্কুলের বৈদ্যুতিক তার নিয়ে চম্পট চোরের দল

বিশালগড়, ১৭ সেপ্টেম্বর: বিশালগড়ে ফের চুরির ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এবার চোরের দল হানা দিয়েছে বিশালগড় বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন স্কুলে। অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে স্কুলের ভেতরে প্রবেশ করে বৈদ্যুতিক তার চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এর জেরে বৃহস্পতিবার সকালে স্কুল খুললেও পুরোপুরি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলে এসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা চুরির বিষয়টি লক্ষ্য করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, রাতের অন্ধকারে চোরের দল স্কুলে প্রবেশ করে বৈদ্যুতিক তার খুলে নিয়ে যায়। ঘটনার পর স্কুলজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।
এই ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিশালগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি, এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের সময় এলাকায় পুলিশের নিয়মিত টহলদারি আরও জোরদার করা প্রয়োজন। তাঁদের দাবি, চুরির ঘটনায় দ্রুত তদন্ত করে জড়িতদের চিহ্নিত ও আইনের আওতায় আনা হোক।
এদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে চুরির ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে আগামী দিনে সাধারণ মানুষকে নিয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে স্থানীয়দের একাংশের পক্ষ থেকে।

জনগণনায় 'ত্রিপুরা' জনজাতির পৃথক

● **প্রথম পাতার পর** জন্য পৃথক পরিসংখ্যান প্রকাশের বিধান নেই।
ত্রিপুরার জনগণনা পরিচালনালয়ের অধিকর্তাকে পাঠানো চিঠিতে সহকারী রেজিস্ট্রার জেনারেল (সামাজিক সমীক্ষা) অনু ভাবনা ১৮ জুন, ২০২৬-এর চিঠির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জানান, জনগণনায় তফসিলি জনজাতির তথ্য বিজ্ঞাপিত তালিকা অনুযায়ীই নথিভুক্ত করা হয়।
চিঠিতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরার বিজ্ঞাপিত তফসিলি জনজাতির তালিকায় ১৮ নম্বর ক্রমিকে Tripura– Tripuri– Tippera' একই এন্টির অধীনে রয়েছে। ফলে এই এন্টির অন্তর্ভুক্ত উপ-এন্টির পৃথক পরিসংখ্যান জনগণনায় প্রকাশ করা হবে না।
তবে মাতৃভাষার ক্ষেত্রে পৃথক নিয়ম প্রযোজ্য। জনগণনার সময় উত্তরদাতা তাঁর মাতৃভাষা হিসেবে যে ভাষার নাম উল্লেখ করবেন, সেই তথ্যই নথিভুক্ত করা হবে বলে চিঠিতে জানানো হয়েছে।
ত্রিপুরা জনজাতি ও ত্রিপুরা ভাষাকে পৃথকভাবে গণনা এবং তার পরিসংখ্যান প্রকাশের দাবি জানিয়ে ত্রিপুরা জনগণনা পরিচালনালয়ের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের কাছে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই কেন্দ্রের এই জবাব।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে

● **প্রথম পাতার পর** উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে মেঘালয়কে ৩২.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও ব্যয় হয়েছে ৩.২৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১০ শতাংশ। মণিপুরে ৩২.৭৭ কোটি টাকার বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২.৭৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৮.৩ শতাংশ।
সিকিমে ৬.১৫ কোটি টাকার বরাদ্দের মধ্যে ০.৪১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। সেখানে অর্থ ব্যবহারের হার ৬.৭ শতাংশ। মিজোরামে ১১.৫০ কোটি টাকার বরাদ্দের মধ্যে ০.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা ৬.৫ শতাংশ।
অন্যদিকে, নাগাল্যান্ডে ২১.৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও এখনও পর্যন্ত কোনও অর্থ ব্যয় হয়নি। ফলে সেখানে বরাদ্দের বিপরীতে অর্থ ব্যবহারের হার শূন্য শতাংশ।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছয়টি রাজ্যের জন্য মোট ১৪৪.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরা সর্বোচ্চ ৪২.৯ শতাংশ অর্থ ব্যবহার করেছে। বিপরীতে নাগাল্যান্ড এখনও বরাদ্দকৃত অর্থের কোনও অংশ ব্যয় করতে পারেনি।

বাড়ি বাড়ি প্রচারে

● **প্রথম পাতার পর** এদিকে, আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক লড়াইও তীব্র হচ্ছে। বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে জোট হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা থাকলেও, কাশারি আরএফ ভিলেজের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিজেপি এবং তিপ্রা মথাউভয় দলেরই প্রার্থী রয়েছে বলে প্রচারে দাবি করা হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

প্রধানমন্ত্রী মোদি গরীব

● **প্রথম পাতার পর** দেখাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘায়ু কামনা করে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি মানেই উন্নয়ন। উন্নয়নের এক নতুন দিশা তিনি সবার সামনে তুলে ধরেছেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, নরেন্দ্র মোদি ভারতের রাজনীতিতে দীর্ঘ সময় ধরে একটি বড় ভূমিকা পালন করছেন। তিনি যেমন দক্ষতার সঙ্গে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন ঠিক তেমনি ২০১৪ সাল থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী আজ সারা দেশ পর্যবেক্ষণ করছে। ত্রিপুরার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ অবদান রয়েছে বলে উল্লেখ করে শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ত্রিপুরার রেল পথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এসময়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে রাজ্যের রেল পথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।
স্বাগত বক্তব্যে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর যেসমস্ত প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এতে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় মান পরিবর্তন এসেছে। রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এসময়ে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। একসময় ধর্মনগর থেকে আগরতলায় আসতে অনেক সময় লেগে যেত। এখন অনেক কম সময়ে আগরতলায় এসে আবার ধর্মনগর পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে।
অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে অতিথিগণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন।

অন্নদাতাদের প্রতি

● **প্রথম পাতার পর** কৃষকদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই কৃষকদের যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের কথাও এদিন তুলে ধরেন কৃষিমন্ত্রী।
তিনি বলেন, জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ, স্যানিটেশন ও আবাসনসহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর জীবন সংগ্রাম, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।
মন্ত্রী বলেন, তিনি যখনই কোনও জনসভা বা সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেন, তখন কৃষকদের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানোকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। কারণ, কৃষকরাই দেশের মানুষের খাদ্যের জোগানদাতা।
তিনি বলেন, কৃষকরাই অন্নদাতা। তাঁদের সম্মান ও স্বীকৃতি প্রাপ্য। কৃষকদের মর্যাদা ও অবদানকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া এমন একটি সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন, যেখানে দেশের খাদ্য উৎপাদনকারীদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়।
প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে আয়োজিত এই কৃষক সম্মান ও সেবা কর্মসূচিকে কৃষকদের কল্যাণ, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার প্রতি নতুন করে অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে দেখার আহ্বান জানান কৃষিমন্ত্রী।

কদমতলায় আগর চাষ ও বাণিজ্য পর্যালোচনায় ডোনার মন্ত্রকের সচিব, সরলীকরণের আশ্বাস

আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা এলাকায় আগর চাষ, প্রক্রিয়াকরণ এবং আগর বাণিজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার এলাকা পরিদর্শন করলেন ডোনার মন্ত্রকের সচিব শ্রীনিবাস কাটিকিথালা। আগর চাষি ও ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য আরও সহজ ও সুশৃঙ্খল করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি।
পরিদর্শনের শুরুতে কদমতলা ব্লকের উত্তর ফুলবাড়ি গ্রামের মামন এন্টারপ্রাইজে যান ডোনার মন্ত্রকের সচিব। সেখানে একটি আগর বাগান পরিদর্শনের পাশাপাশি আগর থেকে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির প্রক্রিয়া সরেজমিনে দেখেন তিনি। আগর চিপস ও আগর তেলসহ বিভিন্ন পণ্য তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হন। পাশাপাশি কর্মী ও আগর ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।
এদিন অল ত্রিপুরা আগর অ্যাসোসিয়েশনের সচিব আনফর আলি আগর থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী এবং আগর ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচিবকে অবহিত করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে ডোনার মন্ত্রকের সচিবের কাছে তিন দফা দাবিও তুলে ধরা হয়।দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল আগর ব্যবসায়ীদের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্পসুদের ঋণের ব্যবস্থা করা এবং অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে আগর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনার পর শ্রীনিবাস কাটিকিথালা জানান, আগর ব্যবসায়ীরা যাতে আরও সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন, সে বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। পরবর্তীতে ডোনার মন্ত্রকের সচিব কদমতলা আগর বাজার পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও কথা বলেন। আগর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ত্রিপুরায় উৎপাদিত আগরের দেশীয় বাজারের পাশাপাশি দেশের বাইরেও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। অতীতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি দুবাই ও ব্যাংকক থেকেও ব্যবসায়ীরা আগর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কদমতলা এলাকায় এসেছেন বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। পরিদর্শনকালে ডোনার মন্ত্রকের সচিবের সঙ্গে বনদপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, জেলা প্রশাসনের আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর এই সফরকে ঘিরে আগর চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে আশাবাদ তৈরি হয়েছে।

জন্মদিনে দেশ-বিদেশের

● **প্রথম পাতার পর** অক্টোবর তাঁর জনজীবনের ২৫ বছর পূর্ণ হবে। এর আগে ৯ সেপ্টেম্বর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন দলের সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, ৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসেবার ২৫ বছর পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষে এক মাসব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান' আয়োজনের কথা ঘোষণা করা হয়।এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৬তম জন্মদিনে বৃহস্পতিবার তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। পাশাপাশি তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসা করে তাঁরা বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জনের পথে দেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গুজরাটের ভাদনগরে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্র মোদি। ২০১৪ সালের ২৬ মে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। বর্তমানে তিনি তৃতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং বারাণসীর সাংসদ। ২০০১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মোদি। চলতি বছর তাঁর জনজীবনের ২৫ বছরও পূর্ণ হচ্ছে।প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স-এ প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, তাঁর নেতৃত্বে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জনের পথে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে দেশ। রাজনাথ সিং বলেন, ভৌত পরিকাঠামো থেকে ডিজিটাল সংযোগ, দরিদ্রদের কল্যাণ থেকে উদ্ভাবন ও উদ্যোগদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তাঁর দাবি, জীবনযাত্রার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, সুযোগের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং প্রতিটি নাগরিকের মর্যাদা আরও শক্তিশালী হয়েছে।প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী সুশাসন ও জনসেবাকে দেশের উন্নয়নযাত্রার কেন্দ্রে রেখেছেন। এর ফলে প্রশাসন আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং নাগরিককেন্দ্রিক হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের সভ্যতাগত মূল্যবোধ ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও আন্তর্জাতিক মঞ্চে নতুন করে স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছে বলে মন্তব্য করেন রাজনাথ সিং। প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশসেবায় অব্যাহত শক্তি ও উদ্যমের জন্য প্রার্থনা করেন তিনি।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডাও প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে 'বিকশিত ভারতের' স্বপ্নের রূপকার এবং দেশের কোটি কোটি তরুণের অনুপ্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেন। নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প এখন দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত তার স্বার্থ ও সক্ষমতাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। ৭.৮ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি এবং নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে ভারতের ভূমিকার উল্লেখ করে নাড্ডা বলেন, বিশ্বের সামনে একটি শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী ও সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম ভারতের ছবি ফুটে উঠেছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সাফল্য, সুস্বাস্থ্য এবং দেশের মানুষের সেবায় আরও বহু বছরের কামনা করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর চিন্তাভাবনা ও সাফল্যের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনও প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, বর্তমান অস্থির সময়েও প্রধানমন্ত্রী দেশকে 'বিকশিত ভারত'-এর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে দেশকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় হওয়া প্রতিটি টাকার মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করিও প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে 'নেশন ফার্স্ট' বা 'দেশ সবার আগে' মন্ত্রে দেশবাসীর কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। গড়করি তাঁর বার্তায় দেশের ভয়, ক্ষুধা ও দুর্নীতি সম্পূর্ণ নির্মূল হওয়া, ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলা এবং বিশ্বে ভারতের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য শুভকামনা জানান। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা করেন তিনি। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুভেচ্ছা বার্তা আসতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার ডোমিনিকার প্রধানমন্ত্রী রুজভেল্ট স্কেরিট ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দেশের মানুষের সেবায় আরও শক্তি কামনা করেছেন।স্কেরিট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ লিখেছেন, কমনওয়েলথ অব ডোমিনিকার সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আন্তরিক জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে। আগামী বছর তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং ভারতের জনগণের সেবায় অব্যাহত শক্তি বয়ে আনুক বলেও তিনি শুভেচ্ছা জানান।ভারতে নিযুক্ত একাধিক বিদেশি রাষ্ট্রদূত এবং কূটনৈতিক মিশনও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তাঁদের বার্তায় ভারত এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বের বিষয়টি উঠে এসেছে।ভারতে নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার মাহিশিনি কোলোনে 'এক্স'-এ প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, শ্রীলঙ্কা ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব এবং ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করেন।ভারতে নেদারল্যান্ডসের দূতাবাসও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ২০২৬ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেদারল্যান্ডস সফরের সময় স্বাক্ষরিত কৌশলগত অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে দূতাবাস জানায়, ওই চুক্তির পর দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার হয়েছে।সুইজারল্যান্ডের ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মায়া তিসাফিও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি ভারতের ধারাবাহিক অগ্রগতি এবং ভারত-সুইজারল্যান্ড সহযোগিতা আরও গভীর করার নতুন সুযোগ তৈরির আশা প্রকাশ করেন।ভারতে ইজরায়েলের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েল কারমোনও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। 'এক্স'-এ তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ব্যক্তিগতভাবে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁকে ইজরায়েলের বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন।

মাতাবাড়িতে 'আশীর্বাদ কা দিয়া'

● **প্রথম পাতার পর** প্রার্থনা করেছেন। পাশাপাশি বিকশিত ভারতের পথে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদ কামনা করেন তিনি। মানুষের সেবায় আরও নিষ্ঠা ও নতুন উদ্যমে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাওয়ার কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর মন্দির পরিদর্শনের সময় গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথার, প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।
মাতাবাড়ির পবিত্র পরিবেশে 'আশীর্বাদ কা দিয়া' কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও দেশের উন্নয়নের জন্য প্রার্থনা করা হয়। পাশাপাশি জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তাও উঠে আসে এই কর্মসূচিতে।
এছাড়াও সিপাহীজলা জেলায় "আশীর্বাদ কা দিয়া "কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। ধর্মনগরে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। গোটা রাজ্যে মহা উৎসাহের সঙ্গে এদিনের কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়।

"জোড়াফুল' ব্যবহারে রাশ

● **প্রথম পাতার পর** বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
এরপর ২২ জুন কলকাতায় বিশেষ অধিবেশন ডেকে অরূপ রায়কে নতুন চেয়ারপার্সন নির্বাচনের দাবি তোলে বিদ্রোহী শিবির। দলের সাংগঠনিক স্বীকৃতি, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হয় তারা।
বিতর্ক গড়ায় আদালতেও। আলিপুর সিভিল কোর্টে দায়ের হয়। সেখানে দলের সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রয়োগ নিয়েও অন্তর্বর্তী আইনি নির্দেশ জারি হয়।
বিতর্কের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে উপনির্বাচনের ময়দানে। রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে দুই শিবিরই তৃণমূলের পরিচয়ে প্রার্থী দেয়। রেজিনগরে অরূপ রায়ের স্বাক্ষরিত 'ফর্ম-বি' নিয়ে সফিউজ্জামান শেখ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত 'ফর্ম-বি' নিয়ে রবিউল আলম চৌধুরী মনোনয়ন জমা দেন।
নন্দীগ্রামেও একই ছবি। অরূপ রায় শিবিরের পক্ষে এহতেশামুল হক এবং মমতা শিবিরের পক্ষে সঞ্চিতা প্রধান (দে) মনোনয়ন দাখিল করেন। একই দলের নামে দুই পক্ষের প্রার্থীএই পরিস্থিতিতে ব্যালটে দলীয় পরিচয় ও প্রতীক নিয়ে বিভ্রান্তির আশঙ্কা তৈরি হয়। সেই প্রেক্ষিতেই চূড়ান্ত রায়ের আগে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটে কমিশন।
নির্বাচন প্রতীক (সংরক্ষণ ও বরাদ্দ) আদেশ, ১৯৬৮-এর ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুই পক্ষের বক্তব্য শোনে কমিশন। তবে সময়সীমা কম থাকায় এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে।
ততদিনের জন্য কমিশনের নির্দেশ স্পষ্ট। কোনও পক্ষই এককভাবে 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম ব্যবহার করতে পারবে না। এমনকি, কোনও পক্ষই সংরক্ষিত 'জোড়াফুল' প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। দুই শিবিরকে পৃথক নাম বেছে নিতে হবে। কমিশনের মুক্ত প্রতীকের তালিকা থেকে পৃথক প্রতীক নিতে হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টার মধ্যে প্রত্যেক পক্ষকে তিনটি করে বিকল্প নাম এবং তিনটি করে প্রতীকের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা বহাল থাকবে।
অর্থাৎ, উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের দীর্ঘ সাংগঠনিক সংঘাত এখন এসে দাঁড়াল একেবারে ব্যালটের সামনে। দলের নাম ও প্রতীকের চূড়ান্ত অধিকার নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত এখনও বাকি, কিন্তু আপাতত 'জোড়াফুল' ছাড়াই ভোটের ময়দানে নামতে হচ্ছে দুই শিবিরকেই।

রাজ্যে তিন দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ

● **প্রথম পাতার পর** স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬২.৪ মিমি হওয়ায় ঘাটতি প্রায় ৪১ শতাংশ। চলতি বর্ষা মরসুমে ১ জুন থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১,০৮৭.৮ মিমি বৃষ্টি হয়েছে, যা স্বাভাবিক ১,২৭৬.৭ মিমির তুলনায় ১৫ শতাংশ কম।
গত সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে কৈলাসহরে। ১৭ সেপ্টেম্বর আগরতলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কৈলাসহরে সর্বনিম্ন ২৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। সাব্রুমে সর্বাধিক ৭০.২ মিমি, তেলিয়ামুড়ায় ৫৪ মিমি এবং কৈলাসহরে ৫০ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বিলোনিয়ায় ২০.৮ মিমি, খোয়াইয়ে ২৬.২ মিমি, নাগিছড়ায় ২২.৫ মিমি এবং খুমুলুঙে ১৪ মিমি বৃষ্টি হয়েছে।
এদিকে, ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত বর্ধিত পরিসরের পূর্বাভাসে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে দপ্তর। ১৮ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকতে পারে।
তবে ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত পরিস্থিতি বদলাতে পারে। মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।
বজ্রঝড়ের সময় সাধারণ মানুষকে গাছ বা দুর্বল কাঠামোর নিচে আশ্রয় না নিয়ে নিরাপদ পাকা ভবনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বজ্রপাতের সময় জলাশয় থেকে দূরে থাকা, খোলা মাঠে কৃষিকাজ বন্ধ রাখা এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়ার আপডেটের জন্য 'মৌসম' এবং বজ্রপাতের সতর্কতার জন্য 'দামিনী' অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

যোগ্য প্রার্থীরা প্রাপ্য সুযোগ

● **প্রথম পাতার পর** উপর নিবিড় নজর রাখছে। তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য পাবেন।
বর্তমান সরকারের আমলে ২১ থেকে ২২ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বলে উল্লেখ করেন তিনি। একইসঙ্গে নতুন নিয়োগের পাশাপাশি কর্মরত কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার কথাও তুলে ধরেন। তাঁদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) দেওয়ার বিষয়টিও সরকারকে বিবেচনায় রাখতে হয় বলে জানান তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা আর্থিকভাবে অনেকটাই কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। উল্লেখযোগ্য আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সরকার বিভিন্ন দায়বদ্ধতা পূরণ করে চলেছে। পাশাপাশি আউটসোর্সিং এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকেও সরকারের কর্মসংস্থান ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।
সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিষয়টি হাইকোর্ট থেকে এসেছে। বিস্তারিত তথ্য খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আইন দপ্তরের প্রতিনিধিদের শুধুমাত্র নথি জমা না দিয়ে সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবারের কর্মসূচি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর জনজীবনে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি 'সেবা দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।
রাজ্যস্তরে জেলা সদরগুলিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত শিবিরে প্রায় ২০০ জন রক্তদান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে আশীর্বাদ কার্ড বিতরণের পাশাপাশি প্রদীপ প্রজ্বালন কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হবে। আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে বাকি মেগা ইভেন্টগুলি ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে আয়োজন করা হবে বলে জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ত্রিপুরার জনগণের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 18-09-2026, 01:29

াঙ্গন

লৌহমানবের সার্ধশতবার্ষিকীতে সাইক্লোহলিক্সের অনুষ্ঠানমালা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় সংহতির স্থপতি ''লৌহমানব'' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে আগরতলায় দুই দিনব্যাপী শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক ও জনসম্পৃক্ততামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায় আগামী ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর উইমেন্স কলেজে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে 'আগরতলা সাইক্লোহলিক্স ফাউন্ডেশন'। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সঞ্চিতা দাস, গোপেশ দেবনাথ এবং অয়ন দেববর্মা এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, তরুণ ও নতুন প্রজন্মের মাঝে জাতীয় ঐক্য, সম্প্রীতি, দেশাত্মবোধ ও নাগরিক দায়িত্ব বৃদ্ধি করাই এই সামাজিক উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য।কর্মসূচির প্রথম দিন অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হবে উদ্বোধনী পর্ব, সেমিনার ও বিশেষ বক্তৃতা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ড় বিশাল কুমার এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর (ড়) রতন কুমার সাহা উপস্থিত থাকবেন। মূল বক্তা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড় মণিশঙ্কর মিশ্রসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অধ্যাপকেরা প্যাটেলের জীবন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করবেন। দ্বিতীয় দিন ২০ সেপ্টেম্বর রয়েছে 'ঐক্য সাইকেল র‍্যালি', বৃক্ষরোপণ এবং চিত্রাঙ্কন, কুইজ ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা। চিত্রাঙ্কনে চারটি বিভাগে সেরা পাঁচজন করে মোট ২০ জন বিজয়ীকে নগদ ৫০০ টাকা করে পুরস্কারসহ সব অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র ও স্মারক উপহার দেওয়া হবে। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও পুরস্কার বিতরণের পর 'বন্দে মাতরম পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে।

খেলার মাঠে কর্তাদের অপমান : ফরোয়ার্ড ক্লাবকে শাস্তিমূলক নোটিশ টিএফএ-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: উমাকান্ত মিনি ফুটবল গ্রাউন্ডে 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ'-এর ম্যাচ চলাকালীন অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের গালিগালাজ ও কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিল ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ফরোয়ার্ড ক্লাব ও কল্যাণ সমিতির ম্যাচ চলাকালীন এই অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, ফরোয়ার্ড ক্লাবের কয়েকজন সমর্থক প্রকাশ্যেই টিএফএ কর্তাদের উদ্দেশ্যে 'চোর' ও 'বাটপাড়'-এর মতো অবমাননাকর শব্দ প্রয়োগ করেন, যা ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যজুড়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। টিএফএ-র পক্ষ থেকে যুগ্ম সম্পাদক প্রকৌশলী কৃষ্ণপদ সরকার ফরোয়ার্ড ক্লাবের সম্পাদককে একটি আনুষ্ঠানিক নোটিশ জারি করে জানান যে, নিবন্ধিত ক্লাব হিসেবে মাঠ প্রাঙ্গণে সমর্থকদের আচরণের দায় তাদের ওপরই বর্তায়। এ ধরনের ফুটবল-বিরোধী আচরণ অ্যাসোসিয়েশন তথা ত্রিপুরা ফুটবলের ভাবমূর্তিকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, টিএফএ-র কর্মকর্তা ও রাজ্য ফুটবল সংস্থাকে এই ধরনের অপমান করার ঘটনা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংস্থা ফরোয়ার্ড ক্লাবকে চিহ্নিত দুই সমর্থকগৌতম দেব এবং ব্রজদুলাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, আগামী ৩ দিনের মধ্যে এই ঘটনার লিখিত ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তা টিএফএ কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লিগের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সংস্থা সব রকম কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছে।

টিসিএ-র অনূর্ধ-১৯ মহিলাদের শেষ পর্বের ট্রায়াল আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম স্টেডিয়ামে ২০২৬-২৭ মরশুমের অনূর্ধ-১৯ মহিলা ক্রিকেট দলের সিলেকশন ট্রায়াল পুরোদমে চলছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর প্রথম দিনে সদর, বিশালগড়, মোহনপুর, সোনামুড়া ও জিরানিয়া মহকুমার নারী ক্রিকেটারদের ট্রায়াল সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ট্রায়ালে নির্বাচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা দে ও সুইটি সিনহা এবং ফিজিও হিসেবে ছিলেন পাপিয়া দেবনাথ। আজ, বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনে শান্তিরবাজার, বিলোনিয়া, অমরপুর, গণ্ডাছড়া, উদয়পুর, সাব্রুম ও তেলিয়ামুড়া মহকুমার খেলোয়াড়দের নিয়ে ট্রায়াল পর্ব আয়োজিত হয়েছে। আজকের এই পর্ব পরিচালনা করেন নির্বাচক নিবেদিতা দে ও বিনা জমাতিয়া এবং ফিজিও হিরালী দেববর্মা। আগামীকাল ১৮ সেপ্টেম্বর একদিনের বিরতির পর ১৯ সেপ্টেম্বর পুনরায় শেষ পর্বের সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। এই চূড়ান্ত পর্বে আমবাসা, খোয়াই, কামালপুর, ধর্মনগর, কৈলাসহর, এলটিভি ও কাঞ্চনপুর মহকুমার মহিলা ক্রিকেটাররা অংশগ্রহণ করবেন। উক্ত দিনে নির্বাচক হিসেবে রিতা দেববর্মা ও সুইটি সিনহা এবং ফিজিও হিসেবে মিষ্টি দেব উপস্থিত থাকবেন। ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার জন্য ক্রিকেটারদের জন্ম তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ থেকে ৩১ আগস্ট ২০১১-এর মধ্যে হতে হবে এবং সকল খেলোয়াড়কে নির্ধারিত সাদা ক্রিকেট পোশাকে উপস্থিত থাকার জন্য টি-র সচিব সুব্রত দে বিজ্ঞপ্তি মারফত নিশ্চিত করেছেন।

বিশ্বকাপের ধাক্কা কাটিয়ে ইন্টার মায়ামিকে ট্রফি দিলেন মেসি!

দু'মাস আগেই বিশ্বকাপের ফাইনালে হারতে হয়েছে। দেশের হয়ে পর পর দু'বার বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন ভেঙেছে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠে নিজের ক্লাব ইন্টার মায়ামিকে আরও এক ট্রফি জেতালেন লিয়োনেল মেসি। মেক্সিকোর ক্লাব ক্রুজ আজুলকে হারিয়ে কাম্পিয়োনেস কাপ জিতল মায়ামি। প্রথম বার এই ট্রফি জিতল তারা। গোল করলেন মেসি। করালেনও।মায়ামির হয়ে এটি মেসির চতুর্থ মরসুম। এর মধ্যেই ক্লাবকে পাঁচটি ট্রফি দিয়েছেন তিনি। কাম্পিয়োনেস কাপের আগে ২০২৩ সালে লিগস কাপ, ২০২৪ সালে এমএলএস সাপোর্টার্স শিল্ড, ২০২৫ সালে ইস্টার্ন কনফারেন্স টাইটেল ও এমএলএস কাপ জিতেছেন মেসি।আমেরিকার মেজর লিগ সকার চ্যাম্পিয়ন ও মেক্সিকোর লিগ চ্যাম্পিয়ন দলের মধ্যে হয় এই কাম্পিয়োনেস কাপের ফাইনাল। ২৪ মিনিটের মাথায় হেডে গোল করে মায়ামিকে এগিয়ে দেন মেসি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লুই সুয়ারেসের পাস থেকে আরও একটি বল জালে জড়ান মেসি। কিন্তু অফসাইডে তা বাতিল হয়।৬৭ মিনিটের মাথায় আজুলের গ্যাব্রিয়েল ফের্নান্দেজের হেড পোস্টে লেগে ফেরে। ৮১ মিনিটের মাথায় মেসির কর্নার থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান ব্রাজিলের ক্যাসেমিরো। আর ফিরতে পারেনি আজুল। এর আগে ২০২১ সালের ফাইনালেও হেরেছিল তারা। কিন্তু গত তিন বার এই ট্রফি জিতেছিল মেক্সিকোর কোনও ক্লাব। এবার মায়ামির হাত ধরে ট্রফি ফিরল আমেরিকায়।ইন্টার মায়ামির দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই প্রথম ম্যাচ ছিল ক্রিস্টিয়ান গঞ্জালেজের। গত মাসে দায়িত্ব নিলেও ভিসা সমস্যায় যোগ দিতে পারেননি আর্জেন্টিনীয় কোচ। এই সপ্তাহেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তিনি। প্রথম ম্যাচেই ট্রফি জিতলেন তিনি। এই ম্যাচে গোল করে মায়ামির জার্সিতে গোলের 'সেঞ্চুরি' করে ফেললেন মেসি। মেজর লিগ সকারের কোনও ক্লাবের হয়ে দ্রুততম ১০০ গোলের রেকর্ড গড়লেন মেসি। মায়ামির হয়ে ১১৪টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। করেছেন ১০০ গোল। পাশাপাশি ৫৫টি গোল করিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ, আমেরিকার ক্লাবের হয়ে ১১৪ ম্যাচে ১৫৫ গোলে মেসির অবদান রয়েছে।

রোহিতকে রেখেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দলঘোষণা ভারতের! ছাঁটাই পন্থকে ফিরতে হবে ঘরোয়া ক্রিকেটে, দলে দুই নতুন মুখ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। প্রত্যাশা মতোই জায়গা পেয়েছেন রোহিত শর্মা। ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট, এখনই রোহিতকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবছে না তারা। অর্থাৎ, ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপেও হয়তো দেখা যাবে তাঁকে। তবে বাদ দেওয়া হয়েছে ঋষভ পন্থকে। তাঁকে আবার ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে হবে। বাদ দেওয়া হয়েছে হার্দিক পাণ্ড্যকেও। ভারতের এক দিনের দলে চমক দুই নতুন মুখ। আকিব নবি ও নমন ধীরকে নেওয়া হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে নেই জসপ্রীত বুমরাহ। তবে এশিয়ান গেমসের দলে রয়েছেন তিনি।

একই সঙ্গে চারটি প্রতিযোগিতার দল বেছে নেওয়ার জন্য বুধবার বৈঠকে বসেছিল বোর্ড। কিন্তু বৈঠক শেষ হতে দেরি হয়। সকলের নজর ছিল রোহিতের দিকে। ইংল্যান্ড সফরের মাঝেই নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আর ভাবা হচ্ছে না তাঁর কথা। যদিও তার পরেই বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকীয়া জানিয়ে দেন, রোহিতকে সরানোর কোনও পরিকল্পনা তাঁদের নেই।

বুধবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল শইকীয়ার কথায় সিলমোহর দিল। বোঝা যাচ্ছে, আগরকরের চাকরি চাপে রয়েছে। হয়তো এবার সরিয়ে দেওয়া হতে পারে তাঁকে। রোহিতের পাশাপাশি বিরাট কোহলিকেও রাখা হয়েছে এক দিনের দলে। তবে দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার নেই। তাঁরা হলেন পন্থ ও হার্দিক। পন্থকে যে টেস্ট ছাড়া আর ভাবা হচ্ছে না, তা বোঝা যাচ্ছে। হার্দিকও সম্ভবত পুরো সুস্থ নন। তাই তাঁকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে নেই সহ-অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। তবে এই ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। সেই সময় এশিয়ান গেমস থাকায় এক দিনের দলে তাঁর বদলে নেওয়া হয়েছে রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে। অধিনায়ক শুভমন গিলের সহকারীর দায়িত্ব সামলাবেন লোকেশ রাহুল। দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসাবে রয়েছেন ধ্রুব জুরেল। হার্দিক না ফিরলেও নীতীশ রেড্ডি এক দিন ও টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন। এক দিনের দলে ফিরেছেন রবীন্দ্র জাডেজা ও কুলদীপ যাদবও।

যশস্বী জয়সবালকেও রাখা হয়েছে এক দিনের দলে। তবে তাঁর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। নেওয়া হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের আকিব নবি ও মুম্বইয়ের নমন ধীরকে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল খেলায় সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা। দু'জনেই অলরাউন্ডারের দায়িত্ব সামলাতে পারেন। এখন দেখার, তাঁদের অভিষেক হয় কি না।টি-টোয়েন্টি দলে রয়েছেন প্রিন্স যাদব ও মায়াঙ্ক যাদব। অর্থাৎ, দুই তরুণ পেসারকে আরও এক সিরিজে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আফগানিস্তান সিরিজে না থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেয়েছেন কুলদীপ।

পন্থকে ইরানি ট্রফিতে অবশিষ্ট ভারত দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট, পন্থকে লাল বলের ক্রিকেটের জন্যই ভাবা হচ্ছে। সেই দলের সহ-অধিনায়ক সরফরাজ খান। আকাশদীপকে নেওয়া হয়েছে। তবে তার আগে তাঁকে সুস্থ হয়ে চিকিৎসকদের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে। দলীপে পূর্বাঞ্চলের হয়ে ভাল খেললেও ইরানিতে নেই মহম্মদ শামি। তবে বাংলার অপর পেসার মুকেশ কুমারকে নেওয়া হয়েছে।

জাপানে টি-টোয়েন্টি মাচ ও এশিয়ান গেমসের জন্য চূড়ান্ত দলও ঘোষণা করেছে বোর্ড। অধিনায়ক শ্রেয়সের নেতৃত্বে খেলতে যাবে ভারতীয় দল। এই দলে আবার নেওয়া হয়নি নীতীশ রেড্ডিকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি দলে না থাকা যশ ঠাকুর ও বিপরাজ নিগমকে নেওয়া হয়েছে। কুলদীপ, প্রিন্স ও মায়াঙ্ক আবার এই দল থেকে বাদ পড়েছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের এক দিনের দল

শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, লোকেশ রাহুল (সহ-অধিনায়ক), ধ্রুব জুরেল, নীতীশ রেড্ডি, রবীন্দ্র জাডেজা, কুলদীপ যাদব, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, গুরনুর ব্রার, মহম্মজ সিরাজ, আকিব নবি, যশস্বী জয়সবাল, নমন ধীর।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের টি-টোয়েন্টি দল

শ্রেয়স আয়ার (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিশন, সঞ্জু স্যামসন, তিলক বর্মা (সহ-অধিনায়ক), শিবম দুবে, কুলদীপ যাদব, অক্ষর পটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিশ্নোই, নীতীশ রেড্ডি, অর্শদীপ সিংহ, প্রিন্স যাদব, মায়াঙ্ক যাদব।

জাপান টি-টোয়েন্টি ও এশিয়ান গেমসের দলশ্রেয়স আয়ার (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিশন, সঞ্জু স্যামসন, তিলক বর্মা (সহ-অধিনায়ক), শিবম দুবে, অক্ষর পটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিশ্নোই, অর্শদীপ সিংহ, জসপ্রীত বুমরাহ, যশ ঠাকুর, বিপরাজ নিগম।

ইরানি ট্রফি অবশিষ্ট ভারত দলঋষভ পন্থ (অধিনায়ক), সনৎ সাঙ্গোয়ান, শিখর মোহন, সুদীপ ঘরামি, সরফরাজ খান (সহ-অধিনায়ক), স্মরণ রবিচন্দ্রন, মানব সুতার, সারাংশ জৈন, আকাশদীপ, মুকেশ কুমার, মুকেশ চৌধরী, আরিয়ান জুয়াল, আরিয়ান পান্ডে, অনুকূল রায়, আয়ুষ দোসেজা।

কাউকে বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠলেই প্রথমে তাঁর দিকে নজর যায় নির্বাচক, কোচের। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দলে থাকলেও দুই টেস্টেই প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি। এশিয়া কাপ, এশিয়ান গেমসের দলেও নেই তিনি। বাদ দেওয়া হয়েছে আফগানিস্তান সিরিজ থেকেও। এক দিনের দলেও জায়গা পান না। তাঁর নাম কুলদীপ যাদব।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই মুহূর্তে ভারতের অন্যতম সেরা স্পিনার তিনি। বাঁহাতি চায়নাম্যান বোলার এখন বিশ্বক্রিকেটে বিরল। যে কোনও দলে তিনি প্রধান পছন্দ হওয়া উচিত। কিন্তু তিনিই জায়গা পান না।

অথচ তাঁর পারফরম্যান্স খারাপ নয়। দেশের হয়ে খেলতে না পেরে কাউন্টিতে গিয়েছেন। ইয়র্কশায়ারের হয়ে এসেক্সের বিরুদ্ধে ১০ উইকেট নিয়েছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটি কুলদীপের প্রথম ১০ উইকেট। কাউন্টিতে সাফল্যের পর ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে মুখ খুলেছেন কুলদীপ।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার স্টিভ হার্মিসনের পডকাস্টে কুলদীপ জানিয়েছেন, অবশ্যই খারাপ লাগে তাঁর। ভারতীয় স্পিনার বলেন, ''কখনও কখনও পরিকল্পনা বা দলের ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে আপনাকে বাদ দেওয়া হয়। খারাপ তো লাগেই। যখন দেখেন, আপনি প্রথম একাদশে সদস্য নন, খেলতে পারবেন না, তখন কার ভাল লাগে।''

এখন মনকে বুঝিয়েছেন কুলদীপ। বুঝিয়েছেন, হয়তো পরের বার সুযোগ পাবেন। কুলদীপ বলেন, ''দলে থাকলে আপনি অবশ্যই খেলতে চাইবেন। কিন্তু অনেক সময় তা হয় না। সবটাই ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। গত বছর আমি ভেবেছিলাম কয়েকটা ম্যাচে সুযোগ পাব। কিন্তু পাইনি। ঠিক আছে। হয়তো পরের বার পাব।''

কাউকে জবাব দেওয়ার জন্য তিনি কাউন্টিতে ফেরেননি বলে জানিয়েছেন কুলদীপ। তিনি শুধু নিজেকে তৈরি রাখতে চান। কঠিন পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জ নিতে চান। কুলদীপ বলেন, ''আমার মনে হয়, ইংল্যান্ডের পিচে স্পিনারদের জন্য বেশি সুবিধা থাকে না। তাই কাউন্টি খেলতে এসেছি। চ্যালেঞ্জ নিতে চাই। কঠিন পরিস্থিতিতে ভাল বল করতে পারলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সেটাই বাড়াতে এসেছি।''

'নিকৃষ্টতম' এশিয়ান গেমসে মেলেনি মাথার উপর ছাদ, লবিতেই ঘুমিয়ে ভারতীয় দল!

আইচি-নাগোয়ায় প্রতিযোগিতা শুরু হতে এখনও দিন তিনেক বাকি। কিন্তু তার আগেই বিতর্কে জর্জরিত এশিয়ান গেমসের আয়োজক শহর। বিশেষত থাকার জায়গা পাওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়ছেন অ্যাথলিটরা। যা নিয়ে সরব হয়েছেন তাঁরা। সেই তালিকায় শুধু ভারত নয়, রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার বা থাইল্যান্ডের মতো দেশও। দক্ষিণ কোরিয়ার তরফে তো এবারের আয়োজনকে 'নিকৃষ্টতম' আখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

এশিয়ান গেমসের জন্য বিভিন্ন ভাগে জাপান রওনা হয়েছে ভারতের একাধিক খেলার দল। ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস, রোয়িং, অ্যাথলেটিক্স, শুটিংয়ের মতো খেলার স্কোয়াড ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে আইচি-নাগোয়ায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকার ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। বিশেষত রোয়িং বা শুটিংয়ের মতো যে সব খেলার দল সবার আগে পৌঁছে গিয়েছে, তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ঘর পাওয়ার জন্য অনেককেই কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। দেখা গিয়েছে, দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তির জেরে বিভিন্ন দেশের বহু ক্রীড়াবিদ গেমস সেন্টারের লবিতে থাকা সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই আইচি-নাগোয়ায় পৌঁছে গিয়েছিল ভারতের শুটিং দল। কিন্তু ঘর দেওয়া হয়নি তাদের। ফলে সারা রাত লবিতেই কাটিয়েছেন শুটাররা। অবশেষে ভোরের দিকে ঘর বরাদ্দ করা হয় তাঁদের জন্য। ক্রীড়াবিদদের থেকেও খারাপ অবস্থা সাপোর্ট স্টাফদের। কারণ, তাঁদের ঘর পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও বেশি সময়। ভারতের এক কোচ আইচি-নাগোয়া থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে বলছিলেন, ''আমরা বুধবার এসেছি। যারা মঙ্গলবার এসেছে, সবচেয়ে বেশি ভুগেছে তারা। কারণ প্রথমদিকে একেবারে অচলাবস্থা ছিল। আমরা যখন এসেছি, পরিস্থিতি সামান্য হলেও উন্নত হয়েছে। তারপরও আমাদের প্লেয়াররা ঘণ্টা দু'য়েক অপেক্ষা করেছে ঘর পাওয়ার জন্য। ওদের ক্রুজে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ঘর তখন দেওয়া হয়নি। জায়গা পেলাম রাতের দিকে। আমরা এসেছি স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টা নাগাদ। আর আমাদের ঘর দেওয়া হল রাত দশটার দিকে। তাও আবার গেমস সেন্টার থেকে অনেকটা দূরে। সেন্টার থেকে বাসে করে রাত এগারোটার দিকে হোটেলে এসেছি।''

ভারতীয় দলের ডেপুটি শেফ দ্য মিশন শরথ কমলের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করার পর অবশেষে তাঁরা ঘর পেয়েছেন বলে জানান ওই কোচ। ওই হোটেলে ভারতীয় দলের একাংশকে রাখা হয়েছে। যদিও সেখানে কতদিন থাকতে পারবেন, জানেন না তাঁরা। ওই কোচের কথায়, ''যতদূর জানি, এখানে এক রাতের জন্য বুকিং রয়েছে। কাল সকালে উঠে খোঁজ নিতে হবে, পরবর্তীতে কী হবে তা নিয়ে।'' এহেন আয়োজন নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ তিনি। বলছিলেন, ''আমি প্লেয়ার আর কোচ হিসেবে বহু বড় প্রতিযোগিতায় গিয়েছি। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমসের মতো প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু এমন অব্যবস্থা কোথাও দেখিনি।'' এমনকী প্রতিযোগিতার আগে দল কোথায় অনুশীলন করবে, তাও এখনও জানা নেই ওই কোচের।

হরমনপ্রীতের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে বিতর্কে, হঠাৎ নেতৃত্ব ছাড়লেন বাংলাদেশের নিগার সুলতানা

মহিলাদের এশিয়া কাপে ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের সঙ্গে হাত মেলাননি নিগার সুলতানা। বাংলাদেশের অধিনায়কের এই ঘটনায় বিতর্ক হয়েছিল। সামনেই এশিয়ান গেমস। তার আগে হঠাৎ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুলতানা। তাঁর এই সিদ্ধান্তে অবাক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।'ক্রিকবাজ'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার ইমেলের মাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছেন সুলতানা। তিনি জানিয়েছেন, ব্যাটিং ও উইকেটকিপিংয়ে মন দিতে চান। তাই টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব ছাড়ছেন। তবে এক দিনের দলের অধিনায়কত্ব তিনি চালিয়ে যাবেন।বৃহস্পতিবার এশিয়ান গেমসে চিনের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। তার ঠিক আগে এই সিদ্ধান্তে সমস্যায় পড়েছে বাংলাদেশ। তড়িঘড়ি নতুন অধিনায়ক ঠিক করতে হবে তাদের।এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেটের চেয়ারম্যান রাফিকুল ইসলাম বাবু জানিয়েছেন, এশিয়ান গেমস থেকে ফেরার পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা। রফিকুল বলেন, ''আমি সত্যিই জানি না, হঠাৎ কেন টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব ও ছাড়তে চাইল। সুলতানা ইমেল করেছে। জানিয়েছে, ব্যাটিং ও উইকেটকিপিংয়ে মন দিতে চায়। তাই টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব ছাড়ছে। তবে এক দিনের দলে নিজের দায়িত্ব ও চালিয়ে যাবে।''হঠাৎ নেওয়া এই সিদ্ধান্তে যে তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন তা স্বীকার করে নিয়েছেন রফিকুল। তিনি বলেন, ''এশিয়ান গেমসের ঠিক আগে এই ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত। আমি হতাশ। কিন্তু এখন তো কিছু করতে পারব না। দল এশিয়ান গেমস থেকে ফেরার পর তামিম (বিসিবি সভাপকি তামিম ইকবাল) আর আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব।''এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে হরমনপ্রীতের সঙ্গে হাত মেলাননি সুলতানা। গত এক বছর ধরে ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরা একে অপরের সঙ্গে হাত মেলান না। কিন্তু অন্য দেশের ক্রিকেটারদের সঙ্গে এই ছবি দেখা যায়নি। চলতি বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে একটি বিতর্ক হয়েছিল। ভারতে খেলতে আসতে চায়নি বাংলাদেশ। ফলে তাদের বাদ দিয়েই প্রতিযোগিতা হয়েছিল। কিন্তু তামিম বাংলাদেশ বোর্ডের মাথায় বসার পর থেকে পরিস্থিতি বদলেছে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ।এই পরিস্থিতিতে সুলতানা হাত না মেলানোয় ক্ষুব্ধ হয় বিসিবি। রফিকুল জানিয়ে দেন, বাংলাদেশ সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চায়। সুলতানার হাত না মেলানোর সঙ্গে বিসিবির কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, ''হরমনপ্রীতের সঙ্গে হাত না মেলানোর সিদ্ধান্ত সুলতানার ব্যক্তিগত। আমরা বিশ্বাস করি, খেলাধুলো বিশ্বকে একত্রিত করে। আমরা সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই। সুলতানা যা করছে, নিজের সিদ্ধান্তে করেছে।''সুলতানার এই আচরণ যে বিসিবি কর্তারা ভাল ভাবে নেননি, তা-ও বুঝিয়ে দেন রফিকুল। তিনি ইঙ্গিত দেন, এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ সাফল্য না পেলে অধিনায়কের চাকরি যেতে পারে। বোর্ড কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে হঠাৎ নিজেই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিলেন সুলতানা।

ইমরানের পক্ষে দাঁড়িয়ে হোল্ডিং বললেন 'কেউ মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করে না'

কথাটা ক্যারিবিয়ান পেস কিংবদন্তি অ্যান্ডি রবার্টসের। মাইকেল হোল্ডিংকে নিয়ে বলেছিলেন। সত্তর-আশির দশকে ক্যারিবিয়ান সেই বিখ্যাত পেস 'চতুষ্টয়ে'র একজন হোল্ডিং। বোলিংয়ের সময় তাঁর দৌড় এতটাই মসৃণ ও স্বচ্ছন্দ ছিল যে দৌড়ে যে আসছেন, সেটা আম্পায়ারও শুনতে পেতেন না। দুর্দান্ত এই রানআপ ও ভয়ংকর গতির কারণে 'হুইসপারিং ডেথ' নামটা চিরস্থায়ীভাবে লেগে গেছে হোল্ডিংয়ের গায়ে। এবার সেই 'হুইসপারিং ডেথ'ই মুখ খুললেন ইমরান খানকে নিয়ে।কিংবদন্তিএ পেসার এবং ক্রিকেটের অন্যতম সম্মানিত কণ্ঠস্বর পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক এবং প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন। পাকিস্তানকে অধিনায়ক হিসেবে ১৯৯২ বিশ্বকাপ জেতানো ইমরান সর্বকালের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। হোল্ডিং তাঁর সাবেক প্রতিপক্ষ এবং বন্ধুর সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, আরও গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গেও এমন দুর্ব্যবহার করা হয় না।ইমরান জেলে আছেন তিন বছরের বেশি সময়। গত দুই সপ্তাহে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে ক্রিকেট—বিশ্বে উদ্বেগ বেড়েছে। এর আগে ২২ জন আন্তর্জাতিক সাবেক অধিনায়কের একটি দল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে খোলা চিঠি লিখে ইমরানের মৌলিক মর্যাদা নিশ্চিতের আহ্বান জানান। অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা, পাকিস্তান কিংবদন্তি জাভেদ মিয়াঁদাদ ও ওয়াসিম আকরাম ৭৩ বছর বয়সী ইমরানের সুচিকিৎসা, মৌলিক অধিকার ও মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন এর আগে।১৯৯২ বিশ্বকাপ জয়ের পর খেলা ছেড়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ইমরান খান এবং ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর দুর্নীতি ও অন্যান্য মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে রয়েছেন।এর আগে পাকিস্তানের আদালত নির্দেশ দিয়েছিলেন, মেডিক্যাল বোর্ডের মাধ্যমে ইমরানের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবারের সঙ্গে সাপ্তাহিক সাক্ষাতের সুযোগ দিতে হবে। অভিযোগ, সেসব নির্দেশ ঠিকভাবে মানা হয়নি।

সেবা সংকল্প অভিযানে মেগা শিবির, প্রজ্ঞা ভবনে রক্তদান করলেন সাংসদ বিপ্লব

আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অংশ হিসেবে আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে রক্তদান করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং ত্রিপুরা পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবিরের বিভিন্ন পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন এবং রক্তদাতাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই মেগা রক্তদান শিবিরে নিজেও রক্তদান করেন তিনি।

রক্তদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও দেশের জন্য তাঁর কর্মপ্রয়াসের কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে দেশের মানুষের সেবায় কাজ করে চলেছেন।

তিনি আরও দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত আজ 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও ভারত আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়েছে। যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমানসহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম দেশেই তৈরি হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পাশাপাশি ডিজিটাল ইন্ডিয়ার প্রসঙ্গ তুলে বিপ্লব কুমার দেব বলেন, একসময় যে ডিজিটাল পরিষেবার কথা অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে আজ দেশের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ডিজিটাল পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেওয়া হয় এদিনের কর্মসূচি থেকে।

৬ নভেম্বর থেকে শুরু ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের দীপাবলি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। ঐতিহাসিক মা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে বার্ষিক দীপাবলি মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামী ৬ থেকে ৮ নভেম্বর তিন দিনব্যাপী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলাশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রথম সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেব রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেব রায়, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথার-সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

মেলার সময় নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা আরও জোরদার করার বিষয়টি বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পায়। মেলা চলাকালীন ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণ ও মন্দির চত্বরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। এর মাধ্যমে দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীদের চলাচলের উপর নজর রাখা হবে।

ধর্মীয় আয়োজনের পাশাপাশি মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেলা প্রাঙ্গণের মুক্তমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। ত্রিপুরার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরাও এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

মেলার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে একটি কেন্দ্রীয় আয়োজক কমিটি এবং ১৪টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আয়োজক কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন সভাধিপতি দেবল দেব রায়।

ইতিমধ্যেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা, পরিকাঠামো, পরিবহণ ও অন্যান্য লজিস্টিক ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই মেলা সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

উদয়পুরের ঐতিহাসিক মা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরকে দেশের ৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে গণ্য করা হয়। ফলে প্রতি বছর দীপাবলি উপলক্ষে এই মেলায় বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

তিন গাড়ির সংঘর্ষ, আহত বহু

আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: আজ সকালে গোকুলনগর রাস্তার মাথা ব্রিজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। তিনটি গাড়ির সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০টা নাগাদ বিশালগড়ের দিক থেকে আসা টিআর০১এসি০৫০২ নম্বরে একটি অল্টো মারুতি গাড়ি দ্রুতগতিতে গিয়ে টিআর০৩জি১৬৪২ নম্বরের একটি মারুতি গাড়িকে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের পর অল্টো গাড়িটির পিছনে থাকা একটি মারুতি ইকো গাড়িও দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলির সঙ্গে ধাক্কা খায়।

সংঘর্ষের বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। খবর পেয়ে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

ওই দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রাস্তার দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

করবুক মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে করবুক মহকুমার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের লোকান্ত পাড়া বিওপি থেকে চাপলিংছড়া (বিপি নং ২২৪০/৪৪-এস থেকে ২২৬২ / ৩০-এস) বিওপি পর্যন্ত এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গোমতী জেলার জেলাশাসক ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

এই আদেশ ১৭সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং তা ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই আদেশে বলা হয়েছে সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত সময়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বৈধ অনুমতি ছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার ৪ বা ততোধিক ব্যক্তি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানুষ মানুষের জন্য এই ভাবনা থাকলে সমাজ আরও সুন্দর হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: সেবা সংকল্প অভিযান উপলক্ষ্যে আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা উজান অভয়নগরস্থিত চাইল্ড কেয়ার ইউনিট পরিদর্শন করেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, দপ্তরের বিশেষ সচিব কুন্তল দাস ও অধিকর্তা এল রাঞ্চল প্রমুখ।

চাইল্ড কেয়ার ইউনিট পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এখানে যে সকল শিশু ও ছাত্রীরা রয়েছে তাদের আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই হলো রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। তারা পড়াশোনার পাশাপাশি গান বাজনা, যোগা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাতে আরও বেশি করে অংশগ্রহণ করে তারজন্য ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে চাইল্ড কেয়ার ইউনিটের আবাসিকদের কখনো নিজেদের একা না ভাবার জন্য বলেন। রাজ্য সরকার সবসময় তাদের পাশে রয়েছে।

তিনি বলেন, মানুষ মানুষেরই জন্য। আর এই ভাবনা থাকলেই সমাজ আরও সুন্দর ও সকলের বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্তদের শিশু ও ছাত্রীদের নিজের আপন মনে করে তাদের প্রতি নজর দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী ও এর আগে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জনসেবার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ থেকে রাজ্যব্যাপী শুরু হয়েছে সেবা সংকল্প অভিযান।

এরই অঙ্গ হিসেবে আজ পালিত হচ্ছে সেবা দিবস। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এখানকার ছাত্রীরা জিএনএম, এএনএম, নার্সিং সহ স্নাতক স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে দেশ ও রাজ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত রয়েছে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে এখানকার ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করার পাশাপাশি যোগাও প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী শিশু ও ছাত্রীদের হাতে কিছু উপহার সামগ্রি তুলে দেন এবং আবাসিকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

জিবি-নন্দননগর সড়কে যানজট, রাস্তার পাশে দোকান উচ্ছেদের দাবি এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: জিবি থেকে নন্দননগরগামী সড়কে প্রতিনিয়ত যানজটের সমস্যা দেখা দেওয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যানজটের কারণে প্রতিদিনই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষ ও পথচারীদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিশেষ করে বিভিন্ন স্কুলের সামনে রাস্তার পাশে একাধিক দোকান বসার কারণে যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। স্কুলের আশপাশে রাস্তার ধারে বসা সবজি ও অন্যান্য দোকানের কারণে সড়কের একাংশ দখল হয়ে যাচ্ছে।

ফলে ব্যস্ত সময়ে যানজট আরও তীব্র আকার ধারণ করছে।

কয়েকদিন আগে ডন বসকো স্কুল ও অক্সিলিয়াম স্কুলের মাঝামাঝি এলাকায় একটি দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার পরও সড়কের যান চলাচল ও পথচারীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

এই সড়ক দিয়ে নিয়মিত যাতায়াতকারী এক পথচারী জানান, স্কুলের সামনে রাস্তার পাশে থাকা দোকানগুলোর কারণে প্রায়ই যানজটের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে সবজি দোকানগুলোর কারণে রাস্তার উপর ভিড় বেড়ে যায় এবং যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

এলাকাবাসীর দাবি, সড়কের পাশে অবৈধভাবে বা যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে বসা দোকানগুলোর বিষয়ে প্রশাসন ও পুলিশকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়াতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও পথচারীদের নিরাপত্তার দিকেও নজর দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রায় ১২ কোটি পরিবারে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে: তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী

শান্তিরবাজার, ১৭ সেপ্টেম্বর: স্বচ্ছ ও নির্মল ভারত গঠন আমাদের লক্ষ্য। জনসেবাই রাষ্ট্র সেবা। মহাত্ম গান্ধিজীর স্বচ্ছ ভারত গঠনের স্বপ্নকে সফল করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচি ঘোষণ করেন। তাছাড়া স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মতো বহু প্রকল্প ঘোষণা করেন একটা নির্মল দেশ উপহার দেওয়ার জন্য।

আজ শান্তিরবাজার মুকুট অডিটিরিয়াম প্রাঙ্গণে সেবা সংকল্প অভিযানের উদ্বোধন করে তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। একই সঙ্গে তিনি চারা গাছে জল সিঞ্চন করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচির সূচনা করেন।

তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে দেশের মহিলাদের জন্য প্রায় ১২ কোটি পরিবারে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সকল মানুষকে স্বচ্ছতার কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক মাইলায়ু মগ, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহঃ সাজ্জাদ পি, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক দীপিকা গৌতম, বিশিষ্ট সমাজসেবী দ্বিপায়ন চৌধুরী প্রমুখ।

তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস সাফাই কর্মীদের সঙ্গে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নেন এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদের সাফাই কর্মীদের হাতে বিশেষ উপহার তুলে দেন।

প্রধানমন্ত্রী সেবা সংকল্প অভিযান উপলক্ষে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করেন তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস।

একলব্য মডেল স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে তিন ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন আচরণের অভিযোগ, গ্রেফতার

আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের তিন ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন আচরণের অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শ্রীনগর থানার অন্তর্গত গাবদ্দি এলাকায়। অভিযুক্ত শিক্ষক প্রশান্তের বিরুদ্ধে শ্রীনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় শ্রীনগর থানায় কেস নম্বর ২৭/২০২৬-এ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা ৭৫(১)(i)(ii) এবং পকসো অ্যাক্ট , ২০১২ -এর ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্তের অংশ হিসেবে অভিযুক্ত শিক্ষক প্রশান্তকে বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হয়। তাঁর বাড়ি দিল্লিতে বলে জানা গেছে।

বিদ্যালয় সূত্রে খবর, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির তিন ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন আচরণ করার অভিযোগ ওঠে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের বিষয়টি প্রথমে ছাত্রীরা তাঁদের অভিভাবকদের জানান। পরবর্তীতে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিষয়টি অবগত করেন।

এরপর বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকরা অভিযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি জানার চেষ্টা করেন। তাঁদের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর কথাবার্তায় অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা যায়। এরপরই বিষয়টি থানায় জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং বুধবার বিদ্যালয় থেকে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তের পর প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে আরও তথ্য সামনে আসবে বলে জানা গেছে।

দুই ঘণ্টায় স্কুটি চুরি মামলার কিনারা, দুই অভিযুক্ত আটক

আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: ভোরবেলা স্কুটি চুরির ঘটনার মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে দুই অভিযুক্তকে আটক করে চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করল পূর্ব থানার পুলিশ। একই সঙ্গে পৃথক অভিযানে ২৩০ বোতল বিলিতি মদসহ আরও দুইজনকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া চুরি যাওয়া তিনটি জলের মোটরও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পূর্ব থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, এদিন সকালে গোলবাজার এলাকার নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে একটি স্কুটি চুরি হয়। ঘটনার পর স্কুটির মালিক বিমল পোদ্দার মহারাজগঞ্জ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তের ভিত্তিতে মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে আর.কে.নগর এলাকা থেকে দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া স্কুটিটিও উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান ওসি।

এদিকে, পূর্ব থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযানে ২৩০ বোতল বিলিতি মদসহ আরও দুইজনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মদের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পাশাপাশি চন্দ্রপুর এলাকা থেকে চুরি যাওয়া তিনটি জলের মোটরও উদ্ধার করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। স্কুটি চুরির ঘটনায় আটক দুই অভিযুক্তসহ মোট চারজনকে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে বলে জানান পূর্ব থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার।

রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ডোনার মন্ত্রকের সচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ডোনার মন্ত্রকের সচিব কাতিকিথালা শ্রীনিবাস। এদিনের এই সাক্ষাতে রাজ্য ও দেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

চেবরীতে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে জন ঔষধি কেন্দ্রের উদ্বোধন, সাশ্রয়ী মূল্যে মিলবে ওষুধ

আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে খোয়াই জেলার চেবরীতে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন হল। সাধারণ মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উদ্বোধন করা হল 'প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র'।

আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা কেটে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এই কেন্দ্র চালু হওয়ায় এলাকার মানুষ বাজারমূল্যের তুলনায় কম দামে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ওষুধ ও জেনেরিক মেডিসিন কেনার সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের চিকিৎসা ব্যয়ের চাপ কমাতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিধায়ক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধের খরচ অনেক সময় সাধারণ মানুষের কাছে বড় আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চেবরীতে জন ঔষধি কেন্দ্র চালু হওয়ায় এলাকার বহু মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চেয়ারম্যান উত্তম অধিকারী, সমাজসেবক নিতাই বল, চিকিৎসক রঞ্জিত দেববর্মা, চিকিৎসক মনোজিৎ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

কেন্দ্রটির উদ্বোধনকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এলাকার মানুষের আশা, জন ঔষধি কেন্দ্র চালু হওয়ার ফলে একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় ওষুধ সহজলভ্য হবে, অন্যদিকে তেমনই চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের চাপও কিছুটা কমবে। চেবরীতে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রের পথচলা শুরু হওয়ায় সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ পাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হল।

সিধাইয়ে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান, ৮ একর জমির প্রায় ৮০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল সিধাই থানার পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। সিধাই থানার ওসির নেতৃত্বে নোয়াগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ ও নার্সারি বেড ধ্বংস করা হয়েছে।

অভিযানে সিধাই থানার পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি ১০৪ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এবং ১২৪ নম্বর ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফের জওয়ানরা অংশ নেন। নোয়াগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি নার্সারি বেডের পাশাপাশি একাধিক জমিতে গড়ে ওঠা গাঁজা চাষের জমি চিহ্নিত করা হয়।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, একটি নার্সারি বেডে আনুমানিক ২০ হাজার গাঁজা গাছের চারা ছিল। এছাড়া প্রায় ৮ একর জমিতে ১২টি প্লটে আনুমানিক ৮০ হাজার গাঁজা গাছ চাষ করা হয়েছিল। অভিযান চালিয়ে গাছগুলি কেটে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে গাঁজা রোপণের উপযুক্ত সময় হওয়ায় চাষিরা বিভিন্ন এলাকায় গাঁজার চারা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে উন্নয়নের স্রোতে পিছিয়ে থাকবে না কেউ: বিদ্যুৎ মন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে উন্নয়নের সুফল সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে এবং উন্নয়নের ধারায় কেউ পিছিয়ে থাকবে না। মোহনপুরের দক্ষিণ তারানগর গ্রাম পঞ্চায়েতে ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় বয়শ্রী যোজনা এবং দিব্যাঙ্গজন ব্যক্তিদের সহায়তা প্রকল্প-এর আওতায় আয়োজিত ৭৬তম সামাজিক অধিকারিতা শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ এ কথা বলেন।

দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে কেন্দ্রের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহানুভূতির পরিবর্তে দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। 'দিব্যাঙ্গ' শব্দটি তাঁদের মর্যাদা ও সক্ষমতার প্রতিফলন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, দিব্যাঙ্গজনদের প্রতি সামাজিক সংবেদনশীলতা এবং তাঁদের স্বনির্ভর করে তুলতে সমাজের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব রয়েছে। সরকারি প্রকল্পগুলির সুফল যাতে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে সামাজিক সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের কথাও এদিন তুলে ধরেন রতন লাল নাথ। তিনি বলেন, সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে জনজীবনে প্রায় ২৫ বছর পূর্ণ করেছেন।

কেন্দ্রের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযান সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। জনধন যোজনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি সরকারি সহায়তা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এতে মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরতা কমেছে বলেও তিনি জানান।

উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে মহিলাদের ও পরিবারগুলিকে এলপিজি সংযোগ দেওয়া এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন মন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, আবাসন ও পানীয় জলের সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

রতন লাল নাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে জনকল্যাণে একের পর এক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উন্নয়নের সুফল সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। এই উন্নয়নের পরিধির বাইরে যেন প্রবীণ নাগরিক এবং দিব্যাঙ্গজনরাও না থাকেন, তা নিশ্চিত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas